Vol. 4 | No. 2 | 1960

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ধ্বনি প্রবাহ (Connected Speech in Bengali)

Volume	4
Issue	2
Year	1960
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল হাই
Published online	December 16, 1960
DOI	10.62328/sp.v4i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v4i2.1
Pages	1-50
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
চতুর্থ ব
শীত, ১৩৬৭
Check for updates

বাংলা ধ্বনি প্রবাহ
(Connected Speech in Bengali)

মুহম্মদ আবদুল হাই

[পূর্বানুবৃত্তি]

শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের ভিন্নস্থান-জাত (Heterorganic) ব্যঞ্জনধ্বনির বহির্বর্তী-সন্ধি

Prosody of Junction : অভিনিধান

শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ অঘোষধ্বনি 'ক' 'ট' 'ত' এবং 'প' র পরে বিভিন্ন বর্গের স্বল্প ও মহাপ্রাণ অঘোষধ্বনিগুলো নতুন শব্দগঠন করলে পূর্ববর্তী ধ্বনিটি এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্পর্শধ্বনির প্রথমটির মতো অভিনিধানপ্রাপ্ত (স্বরবিহীন হলন্ত তথা অসম্পূর্ণ) উচ্চারণ লাভ করে। এদের পরে 'র', 'ল', 'ন', 'ম' এবং 'শ' নতুন শব্দ গঠন করলেও পূর্ববর্তী শব্দশেষের 'ক' 'ট' 'ত' এবং 'প' এর উচ্চারণ একইভাবে অভিনিধান-প্রাপ্ত হয়। কেবল শব্দশেষের প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্বল্পপ্রাণ অঘোষধ্বনি 'চ' এর পরে 'ট' 'ঠ' এবং 'ত' 'থ' ধ্বনিগুলো এলে দ্রুত উচ্চারণে 'চ'>'স' তে পরিবর্তিত হ'য়ে স-কারীভবন তথা উষ্মীভবনের সৃষ্টি করতে পারে। শব্দশেষের 'ত' এর পরে শব্দারম্ভের 'শ' কখনও কখনও পূর্ববর্তী 'ত' কে 'শ'তে পরিবর্তিত ক'রে উষ্মী এবং দ্বিত্বীভবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। আবার 'ত'-র পরে চ-বর্গীয় ধ্বনির ফলেও পরাগত দ্বিত্বীভবনের সৃষ্টি হয়। বহির্বর্তী সন্ধির নিম্নলিখিত উদাহরণগুলো থেকে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে :—

(ক) F+I (বহির্বর্তী সন্ধি)

১। ক+চ : শাক্ চাই = শাক্‌চাই

ক+ট : তামাক্ টানা = তামাক্‌টানা

ক+ত : এক্ তোলা = এক্‌তোলা

ক+প : শোক্ পাওয়া = শোক্‌পাওয়া।

২। ক+ছ : শাক্ ছিটানো = শাক্‌ছিটানো

ক+ঠ : এক্ ঠাঁই = এক্‌ঠাঁই

ক+থ : এক্ থাল = এক্‌থাল

ক+ফ : নাক্ ফুল = নাক্‌ফুল

৩। ক+র : এক্ রশি = এক্‌রশি

৪। ক+ল : এক্ লাখ = এক্‌লাখ

৫। ক+ন : পাক্ নাপাক = পাক্‌নাপাক

৬। ক+ম : নাক্ মুচড়ানো = নাক্‌মুচড়ানো

৭। ক+শ : যাক্ সে এসেছে = যাক্‌সে এসেছে

নাক্ শাফ করা = নাক্‌শাফ করা

(খ)

১। চ+ক : পাঁচ্ কন্যা = পাঁচ্‌কন্যা

চ+প : পাঁচ্ পোওয়া = পাঁচ্‌পোওয়া

২। চ+খ : কাঁচ্ খেতে নেই = কাঁচ্‌খেতে নেই

চ+ফ : পাঁচ্ ফুচকে = পাঁচ্‌ফুচকে

৩। চ+র : কাঁচ্ রেখে দাও = কাঁচ্‌রেখে দাও

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৪। চ+ল : পাঁচ লাখ = পাঁচ্‌লাখ

৫। চ+ন : পাঁচ নবী = পাঁচ্‌নবী

৬। চ+ম : পাঁচ মেয়ে = পাঁচ্‌মেয়ে

(গ)

ট+ক : পেট কামড়ানো, গাঁট কাটা = পেট্‌কামড়ানো, গাঁট্‌কাটা

ট+চ : পেট চোঁ চোঁ করে = পেট্‌চোঁ চোঁ করে

ট+ত : পাট তোলা = পাট্‌তোলা

ট+প : জট পাকানো = জট্‌পাকানো

ট+খ : আট খানা = আট্‌খানা

ট+ছ : ও জমিতে পাট ছিল = ও জমিতে পাট্‌ছিল

ট+থ : ওখানে সাট থোও = ওখানে সাট্‌থোও

ট+ফ : পেট ফাঁপা = পেট্‌ফাঁপা

৩। ট+র : একটু ছিট রেখো = একটুছিট্‌রেখো

৪। ট+ল : ও ঘাট লিখে নিয়েছে = ও ঘাটলিখে নিয়েছে

৫। ট+ন : পেট নাই = পেট্‌নাই

৬। ট+ম : পেট মলা = পেট্‌মলা

৭। ট+শ : লাট সাহেব = লাটসাহেব

(ঘ)

১। ত+ক : হাত করা = হাত্‌করা

ত+ট : সাত টাকা = সাত্‌টাকা

ত+প : পাত পাড়া = পাত্‌পাড়া

২। ত+খ : ভাত খাওয়া, জাত খোয়ানো = ভাত্‌খাওয়া, জাত্‌খোয়ানো

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ত+ঠ : সাত ঠিলি = সাত্‌ঠিলি

ত+ফ : রাত ফুরানো = রাত্‌ফুরানো

৩। ত+র : হাত রাখা = হাত্‌রাখা

৪। ত+ল : সাত লাখ = সাত্‌লাখ

৫। ত+ন : হাত নাই = হাত্‌নাই

৬। ত+ম : বেত মারা = বেত্‌মারা

৭। ত+শ : সাত শ' = সাত্‌শো

(৬)

১। প+ক : পাপ করা, চুপ করো = পাপ্‌করা, চুপ্‌করো

প+চ : বাপ চাইলেন = বাপ্‌চাইলেন

প+ট : বাপ টাকা চান = বাপ্‌টাকা চান

প+ত : পাপ তরিয়ে নেওয়া = পাপ্‌তরিয়ে নেওয়া

২। প+খ : খাপ খোলা = খাপ্‌খোলা

প+ছ : সাপ ছিল = সাপ্‌ছিল

প+ঠ : রূপ ঠিকরে পড়া = রূপ্‌ঠিকরে পড়া

প+থ : চুপ থাকো = চুপ্‌থাকো

৩। প+র : মাপ রাখা = মাপ্‌রাখা

৪। প+ল : তাপ লাগা = তাপ্‌লাগা

৫। প+ন : মাপ নেওয়া, মাপ নাই = মাপ্‌নেওয়া, মাপ্‌নাই

৬। প+ম : বাপ মারা গেছেন = বাপ্‌মারা গেছেন

৭। প+শ : আলাপ সালাপ করা = আলাপ্‌সালাপ করা

শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনি গ, দ, ব শব্দারম্ভের স্বল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ ঘোষ স্পর্শধ্বনি এবং র, ল, ন, ম ও শ ধ্বনি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়না। এরকম ক্ষেত্রে তারাও এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্পর্শধ্বনির প্রথমটির মতো হলন্ত উচ্চারণ লাভ করে, অন্য কথায় অভিনিধান প্রাপ্ত হয়। শব্দশেষের দ, ব এবং তাড়নজাত ধ্বনি ড় পরবর্তী শব্দের অঘোষ স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির দ্বারা অনুসৃত হলেও তাদের অভিনিধান প্রাপ্ত অবস্থা থাকে। শব্দশেষের জ সম্পর্কে অবশ্য এ নিয়ম সর্বত্র খাটে না। ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ভ এবং র ল পরে এলে 'জ' এর আশ্চর্যভাবে উষ্মীভবন ঘটায়। যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

(২) শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনি

উদাহরণ ঃ

(ক) F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

১। গ+জ ঃ রাগ্ জয় করো = রাগ্‌জয় করো

গ+ড ঃ কোন দাগ্ ডেকেছো, = কোন দাগডেকেছো

গ+দ ঃ দাগ্ দেওয়া = দাগ দেওয়া

গ+ব ঃ ভাগ্ বসানো = ভাগ্‌বসানো

২। গ+ঝ ঃ রাগ্ ঝেড়ে ফেলো = রাগ্‌ঝেড়ে ফেলো

গ+ঢ ঃ জাগ্ ঢেকে দাও = জাগ্‌ঢেকে দাও

গ+ধ ঃ দাগ্ ধরে গেছে = দাগ্‌ধরে গেছে

গ+ভ ঃ তার্ রোগ্ ভয় নেই = তার্‌রোগ্‌ ভয় নেই

৩। গ+র ঃ তার রাগ্ রাগ ভাব = তার রাগ্‌রাগ ভাব

৪। গ+ল ঃ ও দাগ্ লেখা হয়েছে = ও দাগ্‌লেখা হয়েছে

৫। গ+ন ঃ রাগ্ নাই = রাগ্‌নাই

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

৬। গ+ম ঃ কয়ভাগ মেরেছো = কয়ভাগ্‌মেরেছো

৭। গ+স ঃ ভাগ শালা ভাগ = ভাগ্‌শালা ভাগ

(খ)

১। জ+ক ঃ এক কাজ করো = এক্‌কাজ করো

২। জ+খ ঃ রাজ খাটানো = রাজ্‌খাটানো

৩। জ+গ ঃ কাজ গুছানো = কাজ্‌গুছানো

৪। জ+ঘ ঃ আজ ঘরে ফিরে যাও = আজ্‌ঘরে ফিরে যাও

৫। জ+ট ঃ রাজ টাকা চায় = রাজ্‌টাকা চায়

৬। জ+ঠ ঃ কাজ ঠিক করেছো = কাজ্‌ঠিক করেছো

৭ জ+প ঃ লাজ পাওয়া = লাজ্‌প'ওয়া

৮। জ+ফ ঃ রাজ ফিরিয়ে দেওয়া = রাজ্‌ফিরিয়ে দেওয়া

৯। জ+ব ঃ আজ বড়োদিন = আজ্‌বড়োদিন

১০। জ+ন ঃ কাজ নাই = কাজ্‌নাই

১১। জ+ম ঃ আজ মজলিস বসবে = আজ্‌মজলিস বসবে

(গ)

১। দ+ক ঃ আবাদ করা, খাদ কাটা = আবাদ্‌ করা, খাদ্‌কাটা

২৭ দ+ট ঃ খাদ টাকা দিয়ে পুরিয়ে নাও = খাদ্‌টাকা দিয়ে পুরিয়ে নাও

দ+প ঃ স্বাদ পেয়েছে = স্বাদ্‌পেয়েছে

২। দ+খ ঃ পদ খালি হয়েছে = পদ্‌খালি হয়েছে

দ+ঠ ঃ ছাদ ঠিক করা = ছাদঠিক করা

দ+ফ ঃ ছাদ ফেটে পানি পড়া = ছাদ্‌ফেটে পানি পড়া

৩। দ+গ ঃ ছাদ গোনা = ছাদ্‌গোনা

F + I ! (বহির্বর্তী সন্ধি)

দ + ড : ছাদ ডালে ঢেকে গেছে = ছাদ্‌ডালে ঢেকে গেছে

দ + ব : প্রবাদ বাক্য = প্রবাদ্‌বাক্য

৪। দ + ঘ : প্রমোদ ঘর = প্রমোদ্‌ঘর

দ + ড : খাদ ঢেকে দাও = খাদ্‌ঢেকে দাও

দ + ভ : এবার আবাদ ভাল হয়নি = এবার আবাদ্‌ ভাল হয়নি

৫। দ + র : ছাদ রেখে অন্য কাজ করো = ছাদ্‌রেখে অন্য কাজ করো

দ + ল : স্বাদ লাগে = স্বাদ্‌লাগে

দ + ন : দাদ নেওয়া = দাদ্‌নেওয়া

দ + ম : স্বাদ মরে গেছে = স্বাদ্‌মরে গেছে

দ + শ : বাদ সাধা = বাদ্‌সাধা

(ঘ)

১। ব + ক : ভাব করা, বব কাটা = ভাব্‌করা, বব্‌কাটা

ব + চ : সব চাই = সব্‌চাই

ব + ট : সব টাকা দিয়েছো = সব্‌টাকা দিয়েছো

ব + ত : খুব তাপ ছিল = খুব্‌তাপ ছিল

২। ব + খ : খুব খারাপ = খুব্‌খারাপ

ব + ছ : সব ছেলে = সব্‌ছেলে

ব + ঠ : খুব ঠুকেছে = খুব্‌ঠুকেছে

ব + থ : ভাব থাকা = ভাব্‌থাকা

৩। ব + গ : খুব গাল দাও = খুব্‌গাল দাও

ব + জ : সব জল = সব্‌জল

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

ব+ড ঃ খুব্ ডাক = খুব্‌ডাক

ব+দ ঃ খাব্ দেখা = খাব্‌দেখা

৪। ব+ঘ ঃ খুব্ ঘোরা = খুব্‌ঘোরা

ব+ঝ ঃ খুব্ ঝোঁক = খুব্‌ঝোঁক

ব+ঢ ঃ খুব্ ঢাক পেটানো = খুব্‌ঢাক পেটানো

ব+ধ ঃ ভাব্ ধার করা = ভাব্‌ধার করা

৫। ব+র ঃ সব্ রাগ আমার ওপর = সব্‌রাগ আমার ওপর

ব+ল ঃ সব্ লোক = সব্‌লোক

ব+ন ঃ ভাব্ না থাকা = ভাব্‌না থাকা

ব+ম ঃ সব্ মেয়ে = সব্‌মেয়ে

ব+শ ঃ ভাব্ সঙ্কোচ করা = ভাব্‌শঙ্কোচ করা (উচ্চারণে)

(ঙ)

১। ড়+ক ঃ হাড়্ কুড়ানো = হাড়্‌কুড়ানো

ড়+চ ঃ হাড়্ চোয়া = হাড়্‌চোষা

ড়+ত ঃ কাপড়্ তোলা = কাপড়্‌তোলা

ড়+প ঃ কাপড়্ পরা = কাপড়্‌পরা

২। ড়+খ ঃ গড়্ খালি ছিল = গড়্‌খালি ছিল

ড়+ছ ঃ কাপড়্ ছিল = কাপড়্‌ছিল

ড়+থ ঃ ও কাপড়্ থাক = ও কাপড়্‌থাক

ড়+ফ ঃ মাড়্ ফেলা = মাড়্‌ফেলা

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

৩। ড়+গ ঃ হাড় গিলছে = হাড়্গিলছে

ড়+জ ঃ কাপড় জামা = কাপড়্জামা

ড়+দ ঃ মাড় দেওয়া = মাড়্দেওয়া

ড়+ব ঃ ওর বড়ো বাড় বেড়েছে = ওর বড়ো বাড়্বেড়েছে

৪। ড়+ঘ ঃ ঘাড় ঘোরানো = ঘাড়্ঘোরানো

ড়+ঝ ঃ বাদুড় ঝোলা = বাদুড়্ঝোলা

ড়+ধ ঃ কাপড় ধোওয়া = কাপড়্ধোওয়া

ড়+ভ ঃ ভাঁড় ভেঙেছে = ভাঁড়্ভেঙেছে

৫। ড়+র ঃ কাপড় রেখে দাও = কাপড়্রেখে দাও

ড়+ল ঃ জাড় লাগা = জাড়্লাগা

ড়+ন ঃ মাড় নাই = মাড়্নাই

ড়+ম ঃ মাড় মারা = মাড়্মারা

ড়+শ ঃ মড় মড় শব্দ = মড়্মড়শব্দ

শব্দশেষের ন, ম, ল এবং স তাদের পরবর্তী শব্দে ঙ এবং ড় ঢ় ছাড়া সম্ভাব্য সকল ধ্বনির দ্বারাই অনুসৃত হয়। তাদের সমস্থানজাত ধ্বনি ছাড়া অন্য ধ্বনির দ্বারা অনুসৃত হ'লে শব্দশেষে তারা হলন্ত উচ্চারণ লাভ করে কিন্তু 'অভিনিধান' প্রাপ্ত ধ্বনির মতো তেমন 'পীড়িত' কি 'নিপিষ্ট' হয় না।

(ক)

১। ন+ক ঃ গান করা = গান্করা

ন+খ ঃ জান খেয়ে ফেলা = জানখেয়ে ফেলা

ন+গ ঃ প্রাণ গেল = প্রাণ্গেল

ন+ঘ ঃ বাগান ঘেরা = বাগান্ঘেরা

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

২। ন+প ঃ মন পাওয়া = মন্‌পাওয়া

ন+ফ ঃ প্রাণ ফিরে পাওয়া = প্রাণ্‌ফিরে পাওয়া

ন+ব ঃ পান বানানো = পান্‌বানানো

ন+ভ ঃ কান্ ভারী করা = কান্‌ভারী করা

ন+ম ঃ আপন মা = আপন্‌মা

৩। ন+র ঃ মান রেখো = মান্‌রেখো

৪। ন+ল ঃ কেমন লোক = কেমন্‌লোক

৫। ন+স (শ) ঃ মান সম্মান = মান্‌শম্মান (উচ্চারণে)

(খ)

১। ম+ক ঃ দাম কত = দাম্‌কত

ম+খ ঃ কাম খালি, হারাম খোর = কাম্‌খালি, হারাম্‌খোর

ম+গ ঃ কদম গাছ = কদম্‌গাছ

ম+ঘ ঃ কাম ঘটিত = কাম্‌ঘটিত

২। ম+চ ঃ আরাম চাওয়া = আরাম্‌চাওয়া

ম+ছ ঃ আরাম ছিল = আরাম্‌ছিল

ম+জ ঃ কাম জয় = কাম্‌জয়

ম+ঝ ঃ গরম ঝোল = গরম্‌ঝোল

৩। ম+ট ঃ নরম টমাটো = নরম্‌টমাটো

ম+ঠ ঃ কাম ঠিক হয়েছে = কাম্‌ঠিক হয়েছে

ম+ড ঃ নাম ডাক ছিল = নাম্‌ডাক ছিল

ম+ঢ ঃ রোম ঢোকা = রোম্‌ঢোকা

৪। ম+ত ঃ কাম তোলা = কাম্‌তোলা

F+I | : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ম+থ : নাম্ থোওয়া = নাম্‌থোওয়া

ম+দ : দাম্ দেওয়া = দাম্‌দেওয়া

ম+ধ : নাম্ ধাম = নাম্‌ধাম

ম+ন : দাম্ নেওয়া = দাম্‌নেওয়া

৫। ম+র : নাম্ রাখা = নাম্‌রাখা

৬। ম+ল : নাম্ লেখা, সরম্ লাগা = নাম্‌লেখা, শরম্‌লাগা

৭। ম+শ : কাম্ শেষ = কাম্‌শেষ

(গ)

১। ল+ক : জাল্ করা = জাল্‌করা

ল+খ : টাল্ খাওয়া = টাল্‌খাওয়া

ল+গ : নীল্ গাই, মাল্ গুদাম = নীল্‌গাই, মাল্‌গুদাম

ল+ঘ : লাল্ ঘোড়া = লাল্‌ঘোড়া

২। ল+চ : মাল্ চালানো = মাল্‌চালানো

ল+ছ : জল্ ছড়ানো = জল্‌ছড়ানো

ল+জ : লাল্ জাল = লাল্‌জাল

ল+ঝ : লাল্ ঝুলি, জল্ ঝরা = লাল্‌ঝুলি, ঝল্‌ঝরা

৩। ল+ট : লাল্ টিয়া = লাল্‌টিয়া, তুঃ উল্টো, পাল্টা

ল+ঠ : খাল্ ঠিক করা = খালঠিক্ করা

ল+ড : লাল্ ডোর = লাল্‌ডোর

ল+ঢ : মাল্ ঢেকে দাও = মাল্‌ঢেকে দাও

ল এবং ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণের স্থানের দিক দিয়ে সমস্থানজাত। কিন্তু উচ্চারণ প্রকৃতির দিক থেকে স্বতন্ত্র। সেজন্য শব্দমধ্যবর্তী ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বস্থিত 'ল'য়ে তাদের জিভের ডগা পাল্টানো-জনিত প্রতিবেষ্টন-জাত উচ্চারণ প্রকৃতি সংক্রামিত

হওয়ার ফলে এক্ষেত্রে মূল দন্তমূলীয় 'ল'য়ের একটি স্বতন্ত্র সহধ্বনি (allophone)-র সৃষ্টি হয়। এসব ক্ষেত্রে ল এবং ট স্বতন্ত্রভাবে গঠিত এবং তাদের উচ্চারকেরা পৃথকভাবে মুক্ত হয় না দেখে এ-পরিবেশে 'ল্ট'এ শব্দের অন্তর্বর্তী সন্ধিজনিত একীভূত (Compact) উচ্চারণ হয়। শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের 'ল+ট' প্রভৃতির বহির্বর্তী সন্ধির 'ল' হলন্ত উচ্চারণ পেলেও উচ্চরকেরা পরবর্তী ধ্বনিটি গঠন করতে না করতেই তাদের পূর্ববর্তী সংস্পর্শ (Contact) পৃথক হয়ে যায় দেখে তাদের উচ্চারণ একাত্মতাপ্রাপ্ত নয়।

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

৪। ল+ত ঃ পাল তোলা = পাল্‌তোলা, তুঃ আলতা, পল্‌তে

ল+থ ঃ লাল থাল = লাল্‌থাল

ল+দ ঃ গাল দেওয়া = গাল্‌দেওয়া তুঃ জল্‌দি

ল+ধ ঃ চাল ধোওয়া = চাল্‌ধোওয়া

ল+ন ঃ জাল নোট = জাল্‌নোট

দন্তমূলীয় ল্‌-এর দন্ত্য অন্তরধ্বনি (allophon)র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শব্দমধ্যবর্তী ত বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে। সেজন্যে শব্দের অন্তর্বর্তী সন্ধি (Close-sequence)তে 'ল্‌ত' এর উচ্চারণ একাত্মতা প্রাপ্ত কিন্তু বহির্বর্তী সন্ধিতে 'ল' হলন্ত উচ্চারণ লাভ করলেও 'ল' এবং পরবর্তী ত-বর্গীয় ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয় দেখে তাদের উচ্চারণ শিথিল এবং অপেক্ষাকৃত কোমলতর।

৫। ল+প ঃ কাল পাওয়া = কাল্‌পাওয়া

ল+ফ ঃ জাল ফেলা = জাল্‌ফেলা

ল+ব ঃ মাল বাবু = মাল্‌বাবু

ল+ভ ঃ চাল ভালো = চাল্‌ভালো

ল+ম ঃ লাল মরিচ = লাল্‌মরিচ

F+I | ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

৬। ল+র ঃ মাল্ রেখে টাকা দাও = মাল্‌রেখে টাকা দাও

ল+শ ঃ লাল শালু = লাল্‌শালু

(ঘ)

১। স+ক ঃ বাস্ করা = বাশ্‌করা (উচ্চারণে)

শ+খ ঃ ঘাস্ খাওয়া = ঘাশ্‌খাওয়া ,,

শ+গ ঃ ঘাস্ গেলা = ঘাশ্‌গেলা ,,

শ+ঘ ঃ ঘাস্ ঘনানো = ঘাশ্‌ঘনানো (,,)

২। শ+চ ঃ বাতাস্ চাই = বাতাশ্‌চাই (উচ্চারণে)

শ+ছ ঃ ঘাস্ ছেলা = ঘাশ্‌ছেলা ,,

শ+জ ঃ ঘাস্ যায় = ঘাশ্‌জায় ,,

শ+ঝ ঃ ঘাস্ ঝাড়া = ঘাশ্‌ঝাড়া ,,

৩। শ+ট ঃ ঘাঁস্ টাকা দিয়ে কেনা = ঘাশ্‌টাকা দিয়ে কেনা (উচ্চারণে)

শ+ঠ ঃ চাষ্ ঠিক হয়নি = চাশ্‌ঠিক হয়নি ,,

শ+ড ঃ খাস্ ডাকবাংলো = খাশ্‌ডাকবাংলো ,,

শ+ঢ ঃ খাস্ ঢালী = খাশ্‌ঢালী ,,

৪। শ+ত ঃ খাস্ তবলচী = খাশ্‌তবলচী ,,

শ+থ ঃ আকাশ্ থেকে পড়া = আকাশ্‌থেকে পড়া

শ+দ ঃ বাঁশ্ দেওয়া = বাঁশ্‌দেওয়া

শ+ধ ঃ হাঁস্ ধরা = হাঁশ্‌ধরা (উচ্চারণে)

শ+ন ঃ প্রবেশ্ নিষেধ = প্রবেশ্‌নিষেধ

৫। শ+প ঃ মাস্ পড়েছে = মাশ্‌পড়েছে (উচ্চারণে)

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

শ+ফ : শ্বাস ফেলা = শ্বাস্‌ফেলা ,,

শ+ব : বেতস বন = বেতশ্‌বন ,,

শ+ভ : আকাশ ভয়ঙ্কর রূপধারণ করেছে = আকাশ্‌ভয়ঙ্কর রূপধারণ করেছে

শ+ম : ঘাস মশলা = ঘাশ্‌মশলা (উচ্চারণে)

৬। শ+র : শ্বাস রোধ = শ্বাশ্‌রোধ (উচ্চারণে)

৭। শ+ল : খাশ লোক = খাশ্‌লোক ,,

খ, ছ, ঠ, থ, ফ অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো শব্দশেষে মহাপ্রাণতা হারায়।

(৩) ভিন্নস্থান জাত মহাপ্রাণ অঘোষধ্বনি+অন্যধ্বনি

এ রকম ধ্বনি পরবর্তী শব্দারম্ভের ভিন্নস্থানজাত অঘোষ স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি এবং র, ল, ন, ম, এবং শ দ্বারা অনুসৃত হলে মহাপ্রাণতা হারিয়ে অভিনিধান প্রাপ্ত উচ্চারণ লাভ করে। (কেবল 'ছ' পরবর্তী শব্দের ট, ঠ এবং ত, থ এর পূর্বে সকারীভবন লাভ করতে পারে।) যথা :—

(ক)

১। খ+চ = ক্‌চ : লাখ চাই = লাক্‌চাই

খ+ট = ক্‌ট : লাখ টাকা চাই = লাক্‌টাকা চাই

খ+ত = ক্‌ত : রাখ তোর কথা = রাক্‌তোর কথা

খ+প = ক্‌প : লাখ পাওয়ারের যন্ত্র = লাক্‌পাওয়ারের যন্ত্র

২। খ+ছ = ক্‌ছ : টাকা তার লাখ লাখ ছিল = টাকা তার লাক্‌ লাক্‌ছিল

খ+ঠ = ক্‌ঠ : মুখ ঠোকা = মুক্‌ঠোকা

খ+থ = ক্‌থ : সে তুমি লাখ থোও = সে তুমি লাখ্‌থোও

খ+ফ = ক্‌ফ : লাখ লাখ ফুল = লাক্‌ লাক্‌ফুল

F+I : ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

৩। খ+র = ক্‌র ঃ রাখ্‌তোর টাকা = রাক্‌তোর টাকা

৪। খ+ল = ক্‌ল ঃ লাখ লাখ্‌লোক = লাক্‌লাক্‌লোক

৫। খ+ন = ক্‌ন ঃ রাখ্‌নাচন = রাক্‌নাচন

৬। খ+ম = ক্‌ম ঃ টাকা লাখ লাখ্‌মারছে = টাকা লাক্‌লাক্‌ মারছে

(খ)

৭। খ+শ = ক্‌শ ঃ মাখ্‌শালা মাখ = মাক্‌শালা মাক

১। ছ+ক = চ্‌ক ঃ গাছ্‌কাটা = গাচ্‌কাটা

ছ+প = চ্‌প ঃ মাছ্‌পেয়েছ = মাচ্‌পেয়েছো

২। ছ+খ = চ্‌খ ঃ মাছ্‌খাই = মাচ্‌খাই

ছ+ফ = চ্‌ফ ঃ গাছ্‌ফাড়া = গাচ্‌ফাড়া

৩। ছ+র = চ্‌র ঃ মাছ্‌রেখো = মাচ্‌রেখো

৪। ছ+ল = চ্‌ল ঃ গাছ্‌লাগানো = গাচ্‌লাগানো

৫। ছ+ন = চ্‌ন ঃ মাছ্‌নাই = মাচ্‌নাই

৬। ছ+ম = চ্‌ম ঃ মাছ্‌মারা = মাচ্‌মারা

(গ)

১। ঠ+ক = ট্‌ক ঃ কাঠ্‌কাটা = কাট্‌কাটা

ঠ+চ = ট্‌চ ঃ কাট্‌চেলা করা = কাট্‌চেলা করা

ঠ+ত = ট্‌ত ঃ পিঠ্‌তেতে যাওয়া = পিট্‌তেতে যাওয়া

ঠ+প = ট্‌প ঃ কাঠ্‌পেয়েছো = কাট্‌পেয়েছো

২। ঠ+খ = ট্‌খ ঃ কাঠ্‌খড় = কাট্‌খড়

ঠ+ছ = ট্‌ছ ঃ কাঠ্‌ছিল = কাট্‌ছিল

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ঠ+থ = ট্‌থ : কাঠ্‌থোওয়া = কাট্‌থোওয়া

ঠ+ফ = ট্‌ফ : কাঠ্‌ফাটা = কাট্‌ফাটা

৩। ঠ+র = ট্‌র : কাঠ্‌রেখেছো = কাট্‌রেখেছো

৪। ঠ+ল = ট্‌ল : পাঠ্‌লেখা = পাট্‌লেখা

৫। ঠ+ন = ট্‌ন : ওর পিঠ্‌নেই = ওর পিট্‌নেই

৬। ঠ+ম = ট্‌ম : পিঠ্‌মোড়া = পিট্‌মোড়া

৭। ঠ=শ = ট্‌শ : কাঠ্‌শেষ = কাট্‌শেষ

(ঘ)

১। থ+ক = ত্‌ক : শপথ্‌করা = শপত্‌করা

থ+চ = ত্‌চ : পথ্‌চলা = পত্‌চলা > পচ্চলা

থ+ট = ত্‌ট : রথ্‌টানা = রত্‌টানা

থ+প = তপ্‌ : পথ্‌পাওয়া = পত্‌পাওয়া

২। থ+খ্‌ = ত্‌খ : রথ্‌খানা = রত্‌খানা

থ+ছ = ত্‌ছ : রথ্‌ছিল = রত্‌ছিল

থ+ঠ = ত্‌ঠ : পথ্‌ঠিক নেই = পত্‌ঠিক নেই

থ+ফ = ত্‌ফ : পথ্‌ফেলে আসা = পত্‌ফেলে আশা (উচ্চারণে

৩। থ+র = ত্‌র : রথ্‌রেখে আসা = রত্‌রেখে আসা (উচ্চারণে)

৪। থ+ল = ত্‌ল : শপথ্‌লাগা = শপত্‌লাগা

৫। থ+ন = ত্‌ন : সাথ্‌নেওয়া = শাত্‌নেওয়া (উচ্চারণে)

৬। থ+ম = ত্‌ম : পথ্‌মেরে আসা = পত্‌মেরে আশা (”)

৭। থ+স = তশ : পথ্‌সেরে আসা = পত্‌শেরে আসা (”)

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

(ঙ)

১।	ফ+ক	= প্‌ক	হাফ্‌ করে দাও	=	হাপ্‌ করে দাও
	ফ+চ	= প্‌চ	হাফ্‌ চাই	=	হাপ্‌ চাই
	ফ+ট	= প্‌ট	কফ্‌ টাটকা	=	কপ্‌ টাটকা
	ফ+ত	= প্‌ত	কফ্‌ তোলা	=	কপ্‌ তোলা
২।	ফ+খ	= প্‌খ	কফ্‌ খাওয়া	=	কপ্‌ খাওয়া
	ফ+ছ	= প্‌ছ	হাফ্‌ ছেড়ে বাঁচা	=	হাপ্‌ ছেড়ে বাঁচা
	ফ+ঠ	= প্‌ঠ	হাফ্‌ ঠিক হয়েছে	=	হাপ্‌ ঠিক হয়েছে
	ফ+থ	= প্‌থ	শাফ্‌ থাকা	=	শাপ্‌ থাকা
৩।	ফ+র	= প্‌র	বরফ্‌ রাখা	=	বরপ্‌ রাখা
৪।	ফ+ল	= প্‌ল	হাফ্‌ লেখা	=	হাপ্‌ লেখা
৫।	ফ+ন	= প্‌ন	বরফ্‌ নাই	=	বরপ্‌ নাই
৬।	ফ+শ	= প্‌শ	শাফ্‌ সুতরা	=	শাপ্‌ সুতরা

(৪) ভিন্নস্থানজাত ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি + অন্যধ্বনি

ঘ, ঝ, ধ, ভ ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনিগুলো শব্দশেষে মহাপ্রাণতা হারায়। শব্দশেষে ঢ এর পরিবর্তে ঢ় ব্যবহৃত হয়। তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ হ'লেও 'ঢ়'ও এ-পরিবেশে মহাপ্রাণতা হারায়। শব্দশেষে 'ঝ'র ব্যবহারও অনেকটা সীমাবদ্ধ, তার কারণ শব্দশেষে 'ঝ' দিয়ে প্রচুর শব্দ পাওয়া যায় না। যে কয়টি শব্দ পাওয়া যায় তারপরে শব্দারম্ভের কোনো কোনো ধ্বনি থাকলে ঝ তার স্ববর্গীয় ঘোষ স্পর্শধ্বনি 'জ'তে পরিবর্তিত না হয়ে 'Z' জাতীয় উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ-সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। এছাড়া অন্যত্র 'ঝ' সহ 'ঘ', 'ধ', 'ভ', তৎপরবর্তী শব্দের ভিন্নস্থানজাত সম্ভাব্য স্বল্প ও মহাপ্রাণ ঘোষ কি অঘোষ ধ্বনি এবং র, ল, ন, ম, এবং শ দ্বারা অনুসৃত হলে শুধু তাদের মহাপ্রাণতা হারিয়ে অভিনিধানপ্রাপ্ত উচ্চারণ লাভ করে। যথা :—

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

(ক) :

১। ঘ+চ = গ্‌চ : বাগ্‌চাই = বাগ্‌চাই

ঘ+ট = গ্‌ট : বাঘ্‌টের পেয়েছে = বাগ্‌টের পেয়েছে

ঘ+ত = গ্‌ত : বাঘ্‌তাকাচ্ছে = বাগ্‌তাকাচ্ছে

ঘ+প = গ্‌প : বাঘ্‌পড়েছে = বাগ্‌পড়েছে

২। ঘ+ছ = গ্‌ছ : বাঘ্‌ছিল = বাগ্‌ছিল

ঘ+ঠ = গ্‌ঠ : বাঘ্‌ঠাই ঠিকানা = বাগ্‌ঠাই ঠিকানা চেনে
চেনে

ঘ+থ = গ্‌থ : বাঘ্‌থাবা = বাগ্‌থাবা

ঘ+ফ = গ্‌ফ : বাঘ্‌ফাঁদে পড়েছে = বাগ্‌ফাঁদে পড়েছে

৩। ঘ+জ = গ্‌জ : বাঘ্‌যায় = বাগ্‌জায় (উচ্চারণে)

ঘ+ড = গ্‌ড : বাঘ্‌ডাকে = বাগ্‌ডাকে

ঘ+দ = গ্‌দ : বাঘ্‌দেখা = বাগ্‌দেখা

ঘ+ব = গ্‌ব : বাঘ্‌বেরিয়েছে = বাগ্‌বেরিয়েছে

৪। ঘ+ঝ = গ্‌ঝ : বাঘ্‌ঝোঁপে ঢুকেছে = বাগ্‌ঝোঁপে ঢুকেছে

ঘ+ঢ = গ্‌ঢ : বাঘ্‌ঢুকেছে = বাগ্‌ঢুকেছে

ঘ+দ = গ্‌দ : বাঘ্‌দেখা = বাগ্‌দেখা

ঘ+ভ = গ্‌ভ : বাঘ্‌ভয় = বাগ্‌ভয়

৫। ঘ+র = গ্‌র : বাঘ্‌রুখেছে = বাগ্‌রুখেছে

৬। ঘ+ল = গ্‌ল : বাঘ্‌লুকিয়ে গেছে = বাগ্‌লুকিয়ে গেছে

৭। ঘ+ন = গ্‌ন : বাঘ্‌নাই = বাগ্‌নাই

৮। ঘ+ম = গ্‌ম : খোকা বাগ্‌মারতে = খোকা বাগ্‌মারতে যায়
যায়

৯। ঘ+শ = গ্‌শ : বাঘ্‌শিকার = বাগ্‌শীকার

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

(খ) :—

১। ঝ+ক = জ্‌ক : সাঝঁ করে এসেছো = শাঁজ্‌করে এসেছো

২। ঝ+ন = জ্‌ন : মাঝ নৌকায় গিয়ে বসো = মাজ্‌নৌকায় গিয়ে বশো

(গ) :—

১। ঢ়+ম = ড়্‌ম : আষাঢ় মাস = আষাড়মাস

(ঘ) :—

১। ধ=ক = দ্‌ক : সাধ করে = সাদ্‌করে

ধ+ট = দ্‌ট : দুধ টাকা দিয়ে কিনি = দুদ্‌টাকা দিয়ে কিনি

ধ+প = দ্‌প : কাঁধ পাতা = কাঁদ্‌পাতা

২। ধ+খ = দখ : দুধ খাওয়া = দুদ্‌খাওয়া

ধ+ঠ = দ্‌ঠ : দুধ ঠিকা খাই = দুদ্‌ঠিকা খাই

ধ+ফ = দ্‌ফ : দুধ ফুরিয়ে গেছে = দুদ্‌ফুরিয়ে গেছে

৩। ধ+গ = দ্‌গ : দুধ গেলা = দুদ্‌গেলা

ধ+ড = দ্‌ড : দুধ ডাব = দুদ্‌ডাব

ধ+ব = দ্‌ব : সুবোধ বালক = সুবোদ্‌বালক

বুধ বার = বুদ্‌বার

৪। ধ+ঘ = দ্‌ঘ : দুধ ঘোল = দুদ্‌ঘোল

ধ+ঢ = দ্‌ঢ : দুধ ঢেকে দাও = দুদ্‌ঢেকে দাও

ধ+ভ = দ্‌ভ : বাঁধ ভাঙা = বাঁদ্‌ভাঙা

৫। ধ+র = দ্‌র : দুধ রেখো = দুদ্‌রেখো

৬। ধ+ল = দ্‌ল : দুধ লেগেছে = দুদ্‌লেগেছে

৭। ধ+ন = দ্‌ন : দুধ নাই = দুদ্‌নাই

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৮। ধ+ম = দ্‌ম : দুধ মরে গেছে = দুদ্‌মরেগেছে

৯। ধ+শ = দ্‌শ : বাধ সাধা = বাদ্‌শাধা

(ঙ)

১। ভ+ক = ব্‌ক : লোভ করা = লোব্‌করা

ভ+চ = ব্‌চ : লাভ চাওয়া = লাব্‌চাওয়া

ভ+ট = ব্‌ট : লাভ টেকানো = লাব্‌টেকানো

ভ+ত = ব্‌ত : লোভ তাড়ানো = লোব্‌তাড়ানো

২। ভ+খ = ব্‌খ : লোভ খারাপ = লোব্‌খারাপ

ভ+ছ = ব্‌ছ : লাভ ছেড়েছি = লাব্‌ছেড়েছি

ভ+ঠ = ব্‌ঠ : লাভ ঠিক হয়নি = লাব্‌ঠিক হয়নি

ভ+থ = ব্‌থ : ক্ষোভ থাকা = ক্ষোব্‌থাকা

৩। ভ+গ = ব্‌গ : লাভ গোনা = লাব্‌গোনা

ভ+জ = ব্‌জ : লোভ জয় = লোব্‌জয়

ভ+ড = ব্‌ড : লাভ ডাকা = লাব্‌ডাকা

ভ+দ = ব্‌দ : ক্ষোভ দেখানো = ক্ষোব্‌দেখানো

৪। ভ+ঘ = ব্‌ঘ : লাভ ঘুরে আসা = লাব্‌ঘুরে আশা

ভ+ঝ = ব্‌ঝ : ক্ষোভ ঝাড়া = ক্ষোব্‌ঝাড়া

ভ+ঢ = ব্‌ঢ : ক্ষোভ ঢাকা = ক্ষোব্‌ঢাকা

ভ+ধ = ব্‌ধ : লোভ ধরা পড়েছে = লোব্‌ধরা পড়েছে

৫। ভ+র = ব্‌র : ক্ষোভ রাখা = ক্ষোব্‌রাখা

৬। ভ+ল = ব্‌ল : লোভ লাগা = লোব্‌লাগা

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৭। ভ+ন = ব্‌ন : লাভ্‌নেই = লাব্‌নেই

৮। ভ+স = ব্‌স : ক্ষোভ্‌সারা = ক্ষোব্‌শারা

(৫) ভিন্নস্থানজাত বর্গীয় স্বল্পপ্রাণ অঘোষধ্বনি + স্বল্প ও মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি

শব্দশেষের ক, চ, ট, ত, প স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনিগুলোর পরবর্তী শব্দে স্বল্প ও মহাপ্রাণ বর্গীয় ঘোষধ্বনি এলে পরবর্তী ঘোষধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তন Regressive voicing তথা পরাগত ঘোষীভবন পর্যায়ে পড়ে। এ ছাড়া শব্দশেষের ধ্বনিটি অভিনিধানপ্রাপ্তও হয়। এ পরিবেশের স্পর্শধ্বনি চ-এর দ্বি-ধ্বনি পরিবর্তন (double sound change) অনুসারে ঘোষ উষ্মীভবন ঘটে। উদাহরণ :—

(ক) :—ক>গ

১। ক+জ = গ্‌জ : বাগ্‌জাল = বাগ্‌জাল

ক+ড = গ্‌ড : এক্‌ডাকে আসা = এ্যাগ্‌ডাকে আসা ;

নাক্‌ডাকা = নাগ্‌ডাকা

ক+দ = গ্‌দ : পাক্‌দেওয়া = পাগ্‌দেওয়া

ক+ব = গ্‌ব : বাক্‌বিশারদ = বাগ্‌বিশারদ

৪। ক+ঝ = গ্‌ঝ : নাক্‌ঝাড়া = নাগ্‌ঝাড়া

ক+ঢ = গ্‌ঢ : নাক্‌ঢেকে শোওয়া = নাগ্‌ঢেকে শোওয়া

এক্‌ঢোক = এগ্‌ঢোক

ক+ধ = গ্‌ধ : শাক্‌ধুয়ে ফেলা = শাগ্‌ধুয়ে ফেলা

ক+ভ = গ্‌ভ : এ শাক্‌ভালো না = এ শাগ্‌ভালোনা

(খ) :—চ>য (z)

১। চ+গ = য্‌গ : পাঁচ্‌গ্রাম = পাঁয্‌গ্রাম

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

	চ+ড	= য্ড	ঃ পাঁচ ডাক	=	পাঁয্ডাক
	চ+দ	= য্দ	ঃ প্যাঁচ দেওয়া	=	প্যাঁয্দেওয়া
	চ+ব	= য্ব	ঃ পাঁচ বাক্স	=	পাঁয্বাক্স
২।	চ+ঘ	= য্ঘ	ঃ পাঁচ ঘর, নাচঘর	=	পাঁয্ঘর, নায্ঘর
	চ+ঢ	= য্ঢ	ঃ পাঁচ ঢোক	=	পাঁয্ঢোক
	চ+ধ	= য্ধ	ঃ পাঁচ ধাড়া	=	পাঁয্ধাড়া
	চ+ভ	= য্ভ	ঃ পাঁচ ভরি	=	পাঁয্ভরি

(গ) ঃ—ট>ড

১।	ট+গ	= ড্গ	ঃ আট গ্রাম	=	আড্গ্রাম
	ট+জ	= ড্জ	ঃ ও ঘাট যাও	=	ও ঘাড্যাও
	ট+দ	= ড্দ	ঃ পেট দেখানো	=	পেড্দেখানো
	ট+ব	= ড্ব	ঃ লাট বাহাদুর	=	লাড্বাহাদুর
২।	ট+ঘ	= ড্ঘ	ঃ ঘাট ঘেরা	=	ঘাড্ঘেরা
	ট+ঝ	= ড্ঝ	ঃ সাট ঝেড়ে ফেলা	=	সাড্ঝেড়ে ফেলা
	ট+ধ	= ড্ধ	ঃ পেট ধরা পড়া	=	পেড্ধরা পড়া
	ট+ভ	= ড্ভ	ঃ পেট ভরে গেছে	=	পেড্ভরে গেছে

(ঘ) ত>দ

১।	ত+গ	= দ্গ	ঃ জাত গেল	=	জাদ্গেল
	ত+ড	= দ্ড	ঃ সাত ডাক	=	সাদ্ডাক
	ত+ব	= দ্ব	ঃ ভাত ভেড়েছো	=	ভাদ্বেড়েছো
২।	ত+ঘ	= দ্ঘ	ঃ সাত ঘর	=	সাদ্ঘর

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ত+ঝ = দ্ঝ : পাত্ ঝাড়া = পাদ্ঝাড়া

ত+ঢ = দ্ঢ : পাত্ ঢাকা = পাদ্ঢাকা

ত+ভ = দ্ভ : জাত্ ভাই = জাদ্ভাই

(ঙ) :—প> অংশত 'ব' এ পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ দ্রুত কথাবার্তায় এ পরিবেশে প আংশিক ঘোষীভূত হয় এবং অভিনিধানপ্রাপ্ত উচ্চারণ লাভ করে।

১। প+গ = ব্গ : সাপ্ গেলা = সাব্গেলা

প+জ = ব্জ : দীপ্ জ্বালানো = দীব্জ্বালানো

প+ড = ব্ড : সাপ্ ডাকা = সাব্ডাকা

প+দ = ব্দ : শাপ্ দেওয়া = শাব্দেওয়া,

রূপ্ দেখা = রূব্দেখা

২। প+ঘ = ব্ঘ : পাপ্ ঘর = পাব্ঘর

প+ঝ = ব্ঝ : ধূপ্ ঝাড়া = ধূব্ঝাড়া

প+ঢ = ব্ঢ : পাপ্ ঢাকা = পাব্ঢাকা

প+ধ = ব্ধ : বাপ্ ধন = বাব্ধন,

সাপ্ ধরা = সাব্ধরা

(৬) ভিন্নস্থানজাত বর্গীয় মহাপ্রাণ অঘোষধ্বনি+স্বল্প ও মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি

শব্দশেষের খ, ছ, ঠ, থ, ফ মহাপ্রাণ অঘোষধ্বনিগুলো তাদের মহাপ্রাণতা হারায়। তাছাড়া পরবর্তী শব্দ স্বল্প ও মাহপ্রাণ বর্গীয় ঘোষধ্বনিগুলোর দ্বারা আরম্ভ হলে পরবর্তী ঘোষধ্বনির প্রভাবে তারাও ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনও Regressive Voicing বা পরাগত ঘোষীভবনের পর্যায়ে পড়ে। শব্দ শেষের অন্যান্য ধ্বনির মতো এরাও অভিনিধান জাত উচ্চারণ লাভ করে। এ পরিবেশে 'ছ'এর আবার ঘোষ উষ্মীভবন তথা 'য' কারী ভবনের প্রবণতা দেখা যায়। উদাহরণ :—

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

(ক) :—খ>গ (দ্রুত কথোপকথনে)

১। খ+জ = গ্‌জ : লাখ্‌ জ্বালার এক জ্বালা = লাগ্‌জ্বালার একজ্বালা

খ+ড = গ্‌ড : লাখ্‌ ডাক = লাগ্‌ডাক

খ+দ = গ্‌দ : লাখ্‌ দাওনা কেন = লাগ্‌দাওনা কেন

খ+ক = গ্‌ক : লাখ লাখ্‌ বাড়ি = লাক্‌ লাগ্‌বাড়ি

২। খ+ঝ = গ্‌ঝ : লাখ্‌ ঝাড়ার এক ঝাড়া = লাগ্‌ঝাড়ার এগ্‌ঝাড়া

খ+ঢ = গ্‌ঢ : সে তুমি লাখ্‌ ঢাকোনা কেন, তবু··· = সে তুমি লাগ্‌ঢাকোনা কেন, তবু···

খ+ধ = গ্‌ধ : মুখ্‌ ধোওয়া = মুগ্‌ধোওয়া

খ+ভ = গ্‌ভ : লাখ্‌ লাখ্‌ ভেড়া = লাক্‌লাগ্‌ভেড়া

(খ) :—ছ>য (Z) (দ্রুত কথোপকথনে)

১। ছ+গ = য্‌গ : গাছ্‌ গাড়া = গায্‌গাড়া

ছ+ড = য্‌ড : গাছ্‌ ডেকে নিয়েছি = গায্‌ডেকে নিয়েছি

ছ+দ = য্‌দ : মাছ্‌ দিয়ে ভাত খাও = মায্‌দিয়ে ভাত খাও

ছ+ব = য্‌ব : মাছ্‌ বড়ো = মায্‌বড়ো

২। ছ+ঘ = য্‌ঘ : গাছ্‌ ঘেরা = গায্‌ঘেরা

ছ+ঢ = য্‌ঢ : শাক দিয়ে মাছ্‌ ঢাকা = শাগ্‌দিয়ে মায্‌ঢাকা

ছ+ধ = য্‌ধ : মাছ্‌ ধরা = মায্‌ধরা

ছ+ভ = য্‌ভ : মাছ্‌ ভাজা = মায্‌ভাজা

(গ) ঠ>ড

ঠ+গ = ড্‌গ : কাঠ্‌ গড়া = কাড্‌গড়া

ঠ+জ = ড্‌জ : আমার ও মাঠ্‌ যায় যাক = আমারও মাড্‌জায় যাক

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ঠ+দ = ড্‌দ : পিঠ্‌ দেখানো = পিড্‌দেখানো

ঠ+ব = ড্‌ব : ও মাঠ্‌ বেশ ভালো = ও মাড্‌বেশ ভালো

২। ঠ+ঘ = ড্‌ঘ : কাঠ্‌ ঘর = কাড্‌ঘর

ঠ+ঝ = ড্‌ঝ : মাঠ্‌ ঝেড়ে নিয়ে এলাম = মাড্‌ঝেড়ে নিয়ে এলাম

ঠ+ধ = ড্‌ধ : পিঠ্‌ ধুয়ে দাও = পিড্‌ধুয়ে দাও

ঠ+ভ = ড্‌ভ : ও মাঠ্‌ ভালো = ও মাড্‌ভালো

(ঘ) থ>দ (দ্রুত কথোপকথনে)

১। থ+গ = দ্‌গ : শপথ্‌ গাওয়া = শপদ্‌গাওয়া

থ+ড = দ্‌ড : রথ্‌ ডালে ঢেকে গেছে = রদ্‌ডালে ঢেকে গেছে

থ+ব = দ্‌ব : পথ্‌ বেয়ে আসা = পদ্‌বেয়ে আশা

২। থ+ঘ = দ্‌ঘ : পথ্‌ ঘাট = পদ্‌ঘাট

থ+ঝ = দ্‌ঝ : লাথ্‌ ঝাড়া = লাদ্‌ঝাড়া

থ+ঢ = দ্‌ঢ : পথ্‌ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে = পদ্‌ঢেকেছে ইত্যাদি

থ+ভ = দ্‌ভ : পথ্‌ ভোলা = পদ্‌ভোলা

(ঙ) ফ>ব (দ্রুত কথোপকথনে)

১। ফ+গ = ব্‌গ : বরফ্‌ গেলা = বরব্‌গেলা

ফ+জ = ব্‌জ : হাফ্‌ জয় করা = হাব্‌জয় করা

ফ+ড = ব্‌ড : শাফ্‌ ডাক = শাব্‌ডাক

ফ+দ = ব্‌দ : লাফ্‌ দেওয়া = লাব্‌দেওয়া

২। ফ+ঘ = ব্‌ঘ : কফ্‌ ঘড়্‌ ঘড় = কব্‌ঘড়ঘড়

ফ+ঝ = ব্‌ঝ : হাফ্‌ ঝুকি নেওয়া = হাব্‌ঝুকি নেওয়া

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ফ+চ = ব্‌চ : বরফ্‌ চাকা = বরব্‌চাকা

ফ+ধ = ব্‌ধ : হাফ্‌ ধার = হাব্‌ধার

শব্দশেষ ও শব্দারম্ভের এ পরিবেশের সমস্থানজাত পরবর্তী অঘোষ ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ঘোষ ধ্বনিটি যে প্রায়ই অঘোষ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় তা আমরা আগেই দেখেছি। এ পরিবেশে ভিন্ন স্থানজাত পরবর্তী অঘোষধ্বনির প্রভাবে দ্রুত কথাবার্তায় পূর্ববর্তী যে সব অভিনিধানপ্রাপ্ত স্বল্প-প্রাণ ঘোষধ্বনি পরাগত অঘোষীভবনের (Regressive devoicing) প্রভাবে বা পর্যায়ে পড়তে পারে নিম্নে তার উদাহরণ দেওয়া গেলো :—

(৭) ভিন্ন স্থানজাত বর্গীয় স্বল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনি + স্বল্প ও মহাপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি

গ>ক (দ্রুত কথোপকথনে)

(ক) গ+চ = ক্‌চ : ভাগ্‌ চাই = ভাক্‌চাই

গ+ছ = ক্‌ছ : ফাগ্‌ ছড়ানো = ফাক্‌ছড়ানো

গ+ট = ক্‌ট : রাগ্‌ টাগ্‌ করোনা = রাক্‌টাক্‌করোনা

গ+ঠ = ক্‌ঠ : তার রাগ্‌ ঠাওরাতে পারিনি = তার রাক্‌ঠাওরাতে পারিনি

(ক) শব্দশেষের চ-বর্গীয় স্পর্শ ধ্বনিগুলো পরবর্তী শব্দের কোনো কোনো ধ্বনির প্রভাবে উষ্ম তথা শিস্‌ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ পরিবর্তনকে Regressive assimilation বা পরাগত সমীভবনের নিয়মানুসারে fricativization, spirantization তথা উষ্মীভবন বলা যায়। এ ধরনের উষ্মীভবনের রূপ দুটো—একটি অঘোষ, অন্যটি ঘোষ। অঘোষ উষ্মীভবনকে 'স'কারী ভবন ('স'কার উষ্মীভবন) এবং ঘোষ উষ্মীভবনকে 'য' (z) কারীভবন ('য'কার উষ্মীভবন) বলা যেতে থারে।

(৮) শব্দশেষের 'চ' বর্গীয় ধ্বনির উষ্মীভবন (Prosody of spiranti zation)

'স' কারীভবন : চ>স ; ছ>স

চ+ট = পাঁচ্‌ টাকা = পাঁস্‌ টাকা

চ+ঠ = পাঁচ ঠাঁই = পাঁস্‌ঠাঁই

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

চ+ত = পাঁচ্তলা = পাঁস্তলা, নাচ্তে পারো = নাস্তে পারো ; কাঁচ্তে পারা = কাঁসতে পারা ইত্যাদি।

চ+থ = পাঁচ্থালা = পাঁস্থালা, পাঁচ্থলি = পাঁস্থলি ইত্যাদি।

ছ+ট = মাছ্টা = মাস্টা

ছ+ঠ = গাছ্ঠিকা = গাস্ঠিকা

ছ+ত = গাছ্তলা = গাস্তলা

ছ+থ = গাছ্থেকে পড়া = গাস্থেকে পড়া।

ওপরের উদাহরণগুলোতে 'স' উচ্চারিত হয় দাঁত এবং দাঁতের গোড়ার মধ্যবর্তী স্থান থেকে। সেজন্যে এই 'স'কে দন্ত্য বা অগ্র দন্তমূলীয় (Pre-alveolar) বলা যেতে পারে। এ পরিবেশের 'স' বাংলার দন্তমূলীয় মূল উষ্মধ্বনি 'শ'এরই একটি allophonic রূপ বা অন্তরধ্বনি : প্রাক্ দন্তমূলীয় ব'লে এ পরিবেশে যথার্থ 'স'কারীভবনের অন্যতম ধ্বনিতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

'য'কারীভবন : জ>য (z) ; ঝ>য (z)

১। চ+গ = য্গ : পাঁচ্গ্রাম = পাঁয্গ্রাম

চ+ঘ = য্ঘ : পাঁচ্ঘর = পাঁয্ঘর

চ+ড = য্ড : পাঁচ্ডাক = পাঁয্ডাক

চ=ঢ = য্ঢ : পঁচ্ঢোক = পাঁয্ঢোক

চ+দ = য্দ : প্যাঁচ্দেওয়া = প্যাঁয্দেওয়া

চ+ধ = য্ধ : পাঁচ্ধাড়া = পাঁয্ধাড়া

চ+ব = য্ব : পাঁচ্বাক্স = পাঁয্বাক্স

চ+ভ = য্ভ : পাঁচ্ভরী = পাঁয্ভরী

২। ছ+গ = য্গ : গাছ্গাড়া = গায্গাড়া

ছ+ঘ = য্ঘ : গাছ্ঘেরা = গায্ঘেরা

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

ছ+ড = য্‌ড : গাছ্‌ ডেকে নেওয়া = গায্‌ডেকে নেওয়া

ছ+ঢ = য্‌ঢ : শাক্‌ দিয়ে মাছ্‌ ঢাকা = শাগ্‌দিয়ে মায্‌ঢাকা

ছ+দ = য্‌দ : মাছ্‌ দেওয়া = মায্‌দেওয়া

ছ+ধ = য্‌ধ : মাছ্‌ ধরা = মায্‌ধরা

ছ+ব = য্‌ব : মাছ্‌ বড়ো = মায্‌বড়ো

ছ+ভ = য্‌ভ : মাছ্‌ ভাগ = মায্‌ভাগ

৩। জ+ড = য্‌ড : রাজ্‌ ডাকো = রায্‌ডাকো
(ইংরেজী z এর মতো উচ্চারণ)

জ+ঢ = য্‌ঢ : লাজ্‌ ঢাকা = লায্‌ঢাকা

জ+ত = য্‌ত : কাজ্‌ তোলা = কায্‌তোলা

লুচি ভাজ্‌ তে পারো = লুচি ভায্‌তে পারো

সে আমার ভাজ্‌ তে হয় = সে আমার ভায্‌তে> (ভাস্‌তে) হয়

জ+থ = য্‌থ : কাজ্‌ থুয়ে দাও = কায্‌থুয়ে দাও

জ+দ = য্‌দ : রাজ্‌ দরবার = রায্‌দরবার

মেজ্‌ দা = মেয্‌দা

মেজ্‌ দি = মেয্‌দি

জ+ধ = য্‌ধ : রাজ্‌ ধর্ম = রায্‌ধর্ম

জ+ব = য্‌ব : রাজ্‌ বাড়ী = রায্‌বাড়ী

জ+ভ = য্‌ভ : ভাঁজ্‌ ভাঙা = ভাঁয্‌ভাঙা

জ+ল = য্‌ল : রাজ্‌ লক্ষ্মী = রায্‌লক্ষ্মী

জ+র = য্‌র : রাজ্‌ রূপ = রায্‌রূপ

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

৪। ঝ+খ =য্খ : মাঝ্খানে = মায্খানে

ঝ+গ = য্গ : মাঝ্গ্রাম = মায্গ্রাম

ঝ+ঘ = ষ্ঘ : মাঝ্ঘর = মায্ঘর

ঝ+ল = য্ল : সাঁঝ্লাগা = সাঁয্লাগা

ঝ+ব = য্ব : সাঁঝ্বাতি = সাঁয্বাতি

ঝ+ভ = য্ভ : সাঁঝ্ভর = সাঁয্ভর

ওপরের উদাহরণগুলোতে প্রশস্ত দন্তমূলীয় চ, ছ, জ, ঝ ধ্বনিগুলোর ঘোষ উষ্মীভবন (ইংরেজী z এর মতো) বা প্রায়-উষ্মীভবন উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে মূলতঃ দন্তমূলীয়।

এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'হ' ধ্বনির লোপ আধুনিক বাংলা ভাষাকে মধ্যযুগের বাংলাভাষা থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে তুলেছে। যেমন মহাশয়>মশায়, যাহা>যা, তাহা>তা, কাহাদের>কাদের, তাহাদের>তাদের মহাকাল>মাকাল ইত্যাদি। শব্দমধ্যবর্তী আন্তঃস্বরীয় 'হ' লোপ এ ভাষার ধ্বনি প্রকৃতির গতিশীলতার লক্ষণ। বাকপ্রবাহে শব্দশেষের যে-কোনো হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পরে 'হ' দিয়ে নতুন শব্দের সূচনা হলে সেখানে দ্রুত কথোপকথনে কতকগুলো আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায় —

(৯) অন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি + হ =মহাপ্রাণিত (aspirated) ব্যঞ্জনধ্বনি

প্রথমত, এ পরিবেশেও 'হ'র লোপ সাধিত হয়, তবে শব্দমধ্যবর্তী আন্তঃস্বরীয় 'হ'এর মতো তা একেবারে নিশ্চিহ্ন না হয়ে গিয়ে পূর্বধ্বনিতে তার মহাপ্রাণতার প্রভাব রেখে যায়। অন্যকথায়, মহাপ্রাণতা তার সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হয় দেখে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিটি মহাপ্রাণিত হয়। পূর্ববর্তী ধ্বনিতে এ মহাপ্রাণতা সংক্রমনকে Regressive assimilation অনুসারে পরাগত মহাপ্রাণীভবন বলা যেতে পারে। যেমন :—

এক্হারা> এখারা ; সাঁঝ্হয়> সাঁঝয় ; মাছ্হয়> মাছয় ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, অন্যভাবে বিচার করলে এ পরিবেশের 'হ' লোপ এবং শব্দ-শেষের ধ্বনিতে মহাপ্রাণতা সংক্রমণকে শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতা লাভ এবং সংশ্লিষ্ট ধ্বনিটির আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তন (যেমন রাগ হয়> রাঘয়), কিংবা শব্দশেষের মহাপ্রাণ ধ্বনিটিতে মহাপ্রাণতার যথার্থ সংরক্ষণও (যেমন বাঘ হাড়> বাঘাড় ইত্যাদি) বলা যেতে পারে।

পরবর্তী 'হ'কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী শব্দশেষের হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণীভবনের সমর্থনে শব্দগুলোর অক্ষর বিভাগের পরিবর্তনেরও উল্লেখ করা যায়। 'এক হারা' বাক্যাংশটিতে 'এক্' একটি অক্ষর, পরবর্তী 'হা' এবং 'রা' আর দুটি স্বতন্ত্র অক্ষর, তেমনি 'রাগ হয়' বাক্যাংশটিতে 'রাগ' একটি একাক্ষরিক শব্দ, 'হয়'ও একাক্ষরিক আর একটি শব্দ। কিন্তু বাকপ্রবাহে 'একহারা'>'এখারা'তে এবং 'রাগ হয়'> 'রাঘয়'এ পরিবর্তিত হ'লে এ/খা/রা এবং রা/ঘয়/রূপে অক্ষরভাগ বিচিত্র নয়; বরং দ্রুত কথোপকথনে শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধা অনুযায়ী এ ধরনের অক্ষরভাগই অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়।

ওপরের অনুচ্ছেদ দুটির সমর্থন শব্দশেষের যাবতীয় হলন্ত ব্যঞ্জন এবং 'হ' দিয়ে পরবর্তী শব্দের মিলনজনিত নিম্নের উদাহরণগুলোতে মিলবে বলেই আমার ধারণা ঃ

শব্দশেষের বিভিন্ন ব্যঞ্জন ধ্বনি ও শব্দারম্ভের 'হ' এর বহির্বর্তী সন্ধি ঃ

এক হারা>এ্যা/খারা	পাঁচ হারা>পাঁ/ছারা
সুখ হয়>সু/খয়	মাছ হয়>মা/ছয়
রাগ হয়>রা/ঘয়	লাজ হীন>লা/ঝীন
বাঘ হাড়>বা/ঘাড়	সাঁজ হয়>সাঁ/ঝয়
রঙ হারা>র/ঙহারা	
হাট হদ্দ>হা/ঠদ্দ	ভাত হয়েছে>ভা/থয়েছে
কাঠ হয়ে গেছে>কা/ঠয়ে গেছে	কাত হও>কা/থও

ঝড় হয়ে গেছে>ঝ/ড়য়ে গেছে

পথ হারা>প/থারা

বুঁদ হয়ে থাকা>বুঁ/ধয়ে থাকা

স্বাদ হয়>শা/ধয়

ধান হয়েছে>ধা/নয়েছে

বাপ হারা>বা/পারা

যার হবে তার হবে>যা/রুবে তা/রুবে

শাফ্ হয়ে এলো>শা/ফয়ে এলো

লাল হয়ে গেছে>লা/লহয়ে গেছে

সব্ হয়>শ/বয় (উচ্চারণে)

ফাঁস হয়ে গেছে>ফাঁ/শহয়ে গেছে (উচ্চারণে)

ক্ষোভ্ হয়>ক্ষো/ভয়

ঘাম্ হয়>ঘা/মায়

বাক্‌প্রবাহে শব্দশেষের ব্যঞ্জনধ্বনি পরবর্তী শব্দের স্বরধ্বনি দ্বারা অনুসৃত হলে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন খাস্ ইংরেজ, রাত ইস্তক, আলাপ ইচ্ছা, ভাত আনো, জাড় এলো, কাজ আছে, আট আনা, ঘর ওঠানো, একমাস্ অন্তর ইত্যাদি। কয়েকটি ক্ষেত্রে এ পরিবেশের শব্দশেষের হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনির রূপ পায় —কিন্তু সেগুলো যতনা বাকপ্রবাহের অন্তর্গত, তার তুলনায় বিচ্ছিন্ন শব্দের মধ্যেই গণ্য। যেমন এমন+ই=এমনি, যেমন+ই=যেমনি, তেমন+ই= তেমনি, তোমার+ই=তোমারি, আমার+ই=আমারি, এখন+ই= এখনি, তখন+ই=তখুনি, তখন+ও=তখনো, তার+ও=তারো ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন+স্বরধ্বনি

এ পরিবেশে ক্ষেত্রবিশেষে শব্দশেষের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণ ধ্বনির মতো ব্যবহৃত হ'তে পারে। /মাথা/, /মুঠি/, /পাঁঠা/ প্রভৃতি শব্দে আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণ ধ্বধিগুলোর মহাপ্রাণতা অঞ্চল এবং লোকবিশেষের উচ্চারণে যেমন কিছু পরিমাণে হ্রাস পায় তেমনি কাঠ আনো, কাঠ এনো, শাঁখ এনো, পথ ইশারা প্রভৃতি বাক্য ও বাক্যাংশে শব্দশেষের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতা হ্রাস পেলেও এক্ষেত্রে একেবারে নিঃশেষ না হবার কথা। কাইমোগ্রাফ ট্রেসিংএ এ পরিবেশের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতার স্বরূপ মোটামুটি রক্ষিত হ'তে দেখা যায়।

স্বর + ব্যঞ্জনধ্বনি

বাক্‌প্রবাহে শব্দশেষের স্বরধ্বনি এবং শব্দারম্ভের ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। যেমন—গুরু গুরু, সরু ধান, গরু মেরে জুতো দান ইত্যাদি।

খ. | গ.

শব্দশেষ ও শব্দারম্ভের বহির্বর্তী সন্ধি ছাড়া বাকপ্রবাহে বাংলা ধ্বনির আরও কতকগুলো পরিবর্তন দেখা যায়। ধ্বনিলোপ (elision) তার মধ্যে একটি। বড়োদিদি > বড়্‌দি, ছোটোদিদি > ছোড়্‌দি, ভাইশ্বশুর > ভাশুর, বড়োদাদা > বড়্‌দা প্রভৃতি Haplology (syllable syncope) বা সমাক্ষরলোপও এর মধ্যে গণ্য। যা ইচ্ছে তাই > যাচ্ছে তাই, তা না হলে > তানইলে > তান'লে, ফল আহার > ফলার প্রভৃতি উদাহরণও ধ্বনিলোপের সংজ্ঞাভুক্ত হতে পারে। ধ্বনিলোপের পর পার্শ্ববর্তী সমবর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্বও সাধিত হতে পারে, যেমন কতোদূর > কত্‌দূর > কদ্দুর; যতোদূর > যত্‌দূর > যদ্দূর, ভালোলাগা > ভাল্‌লাগা, বড়োঠাকুর > বড়্‌ঠাকুর > বট্‌ঠাকুর, কোথা যাবে > কোজ্জাবে, যতোদিন > যত্‌দিন > যদ্দিন ইত্যাদি।

ধ্বনিলোপ (elision) ও সমবর্গীয় পার্শ্ববর্তী ধ্বনির দ্বিত্ব

বক্তা আবেগপ্রাবল্যে ক্রোধ ও ঘৃণা প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে ধ্বনি বা অক্ষর বিশেষের ওপর চাপ দেয়। তাতে ক্ষেত্রবিশেষে আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটির দ্বিত্ব সাধিত হতে পারে। যেমন—তুমি 'কিছু' জানো না > তুমি 'কিস্সু' জানো না; 'যতো' পারো > 'যত্তো' পারো ইত্যাদি।

ঘ. Prosody : সামগ্রিকতা গুণ

যে কোনো ভাষা মানুষের মুখে কথা হ'য়ে ফুটে উঠলে তা লিখিত হোক বা না হোক তা একটানা পংক্তিগত (linear) ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। লেখা হ'লে তো তার পংক্তিধৃত স্বরূপ আমরা দেখতেই পাই। লেখা না হ'লেও ভাষার ধ্বনির অনর্গল ধারাস্রোতের আত্মপ্রকাশের স্বরূপ একটিই। টেপ রেকর্ড বা অন্য কোন উপায়ে ভাষার বাক্‌ধ্বনিকে ধ'রে বারে বারে শুনলে ধ্বনিস্রোতের দীর্ঘতম একক বাক্য এবং নিম্নতম একক এক একটি ধ্বনিকে আলাদা ভাবে

চিহ্নিত করা যায়। এ ধরনের স্বতন্ত্র ধ্বনিই এক একটি স্বর কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনি। আরও দেখা যাবে যে একটি বাক্য তা ছোটো হোক কিংবা বড়ো হোক নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত অসংখ্য তরঙ্গভঙ্গ-জনিত স্বতন্ত্র ধ্বনি কিংবা ধ্বনিগুচ্ছের সাহায্যে গড়ে উঠছে। এ তরঙ্গভঙ্গগুলোর প্রত্যেকটিই একটি সিলেবল বা অক্ষর। অক্ষরই সেদিক থেকে বাক্‌প্রবাহের নিম্নতম ইউনিট বা একক। বাক-প্রবাহে একটি অক্ষর নিঃশ্বাসের একপ্রয়াসে উচ্চারিত হয় দেখে উক্ত নিঃশ্বাস-নিষিক্ত যাবতীয় গুণই সমগ্র অক্ষরটিকে ঘিরে প্রসৃত হয়। অক্ষর 'আ' কিংবা 'ও' প্রভৃতি একটি স্বরধ্বনির সাহায্যে গড়ে উঠলেও যেমন, 'বাঘ', 'হাত' 'কি' 'ক্লেশ' প্রভৃতি ধ্বনিগুচ্ছের সাহায্যে গড়ে উঠলেও তেমনি তার অন্তর্নিহিত প্রথম ধ্বনি-নিঃসৃত গুণটি সমগ্র অক্ষরটিরই গুণগত বৈশিষ্ট্য। নিদেনপক্ষে একটি অক্ষর উচ্চারণের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যই অধ্যাপক ফার্থের পরিভাষায় 'Prosody' নামে পরিচিত। *

---

* "In this analysis, abstractions adequate to a full analysis of the phonological working of the language are made from the phonic data, or the raw material of the actual utterances, and these abstractions fall into the two Categories of prosodies and phonematic units. Phonemic units refer to those features or aspects of the phonic material which are best regarded as referable to minimal segments, having serial order in relation to each other in structures. In the most general terms such units constitute the consonant and vowel elements or C and V units of a phonological structure. Structures are not, however, completely stated in these terms, a great part, sometimes the greater part, of the phonic material is referable to prosodies, which are, by definition of more than one segment in scope or domain of relevance, and may in fact belong to structures of any length, though in practice no prosodies have yet been stated as refering to structures longer than sentences. We may thus speak of syllable prosodies, prosodies of syllable groups, phrase or sentence-part prosodies, and sentenc-prosodies."

(Robins, R. H., Proceedings, University Durham Philosophical Society, Volume I, series B (Arts), number I, 1957, PP 3-4).

এ Prosody অক্ষরকে অতিক্রম ক'রে শব্দে, এবং শব্দকে অতিক্রম ক'রে বাক্যেও প্রবাহিত হ'তে পারে। একটি অক্ষরের ঘোষতা, মহাপ্রাণতা, অনুনাসিকতা কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো গুণ একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হ'লে সমগ্র শব্দটিতে বিস্তৃত হ'তে পারে—এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে সমগ্র বাক্যেও ছড়িয়ে যেতে পারে। এ রকম ভাবে একই বাক্যমধ্যবর্তী এক শব্দে কিংবা বিভিন্ন শব্দে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গুণ সমন্বয়ে অপরূপ ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। একটি বাক্যের এহেন গুণজাত ধ্বনিব্যঞ্জনা বাক্যটির সামগ্রিক ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য, অধ্যাপক ফার্থের ভাষায় Prosodic. তিনি বলেন—

"Lindlay Murrays English grammar (1795) is divided in accordance with good European tradition into four parts, viz, Orthography, Etymology, Syntax and Prosody. Part IV, prosody begins as follows: prosody consists of two parts: the former teaches the true PRONUNCIATION of words. comprising accent, quantity, Emphasis, Pause and Tone, and the latter laws of versification."*

অধ্যাপক ফার্থ শব্দ ও বাক্যের পূর্ণাঙ্গ উচ্চারণের যাবতীয় তথ্য উদঘাটনের জন্যে মারের 'এ্যাকসেণ্ট,' 'এম্‌ফ্যাসিস,' 'পজ' এবং 'টোন' ইত্যাদিকে শুধু যে Prosody-র অন্তর্ভুক্ত করতে চান তা নয়, তিনি পার্শ্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে ধ্বনির অন্যান্য গুণগত পরিবর্তন এবং তার ফলে নতুন গুণের উদ্রেককেও অক্ষর ও শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণের ছন্দোগত (Prosodic) বৈশিষ্ট্য আখ্যায় আখ্যায়িত করতে চান। ভাষা বিশেষে অক্ষর ও শব্দ প্রভৃতির সামগ্রিক ছন্দোগত গুণগুলো কি কি রূপে ধরা পড়ে প্রত্যেকটি ভাষার বর্ণাত্মক বিশ্লেষণের সাহায্যেই তিনি তার উদঘাটনের প্রয়াসী।

এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাংলায় অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে সামগ্রিক উচ্চারণজনিত এ prosody গুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে :—

* Firth, J. R. Sounds and Prosodies, T. P. S. 1948, P137

(১) Labio-velarization বা W prosody : সামগ্রিক ওষ্ঠ্যীভবন
(২) Palatalization বা Y prosody : সামগ্রিক তালব্যীভবন
(৩) Prosody of Voicing (V Prosody) : সামগ্রিক ঘোষীভবন
(৪) Prosody of Aspiration (H Prosody) সামগ্রিক মহাপ্রানীভবন
(৫) Prosody of Nasalization (N Prosody) সামগ্রিক নাসিক্যীভবন
(৬) Prosody of Retroflexion (R Prosody) সামগ্রিক মূর্ধন্যীভবন

বাংলার প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হলে তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি পাই 'অ'। এটি পশ্চাৎ অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি। এর উচ্চারণে ঠোঁট গোলাকার ধারণ করে। 'ও' এবং 'উ' উচ্চারণেও ঠোঁট গোল হয়। 'উ' উচ্চারণে ঠোঁট শুধু গোলাকার লাভ করে না, প্রসৃতও হয়। এ তিনটি ধ্বনিই জিভের পশ্চাৎভাগ পশ্চাৎ তালুর দিকে উঁচু করে উচ্চারণ করা হয়। এ ধ্বনি কয়টি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করলেও যেমন, কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে উচ্চারণ করলেও তেমনি ঠোঁটের গোলাকৃতির পরিবর্তন হয় না। সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির ওপরে এ স্বরধ্বনিগুলোর সংস্পর্শ (contact assimilation) গত প্রভাব সমগ্র অক্ষরটিকেই গোলাকার ক'রে দেয়। /কুকুর/, /পুকুর/, /ওর/ /অপর/ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে শব্দ কয়টির স্বতন্ত্র অক্ষরগুলোতেও যেমন, পূর্ণ শব্দগুলোতেও তেমনি ঠোঁটের বর্তুলাকৃতি রক্ষিত হয়েছে। তাদের বিভিন্ন অক্ষর ও সমগ্র শব্দে ঠোঁটের এ বর্তুল রূপই এক্ষেত্রে w prosody নামে অভিহিত হ'তে পারে। ধ্বনি-

w : Prosody
Labio-Velarization
সামগ্রিক ওষ্ঠ্যীভবন

বিজ্ঞানের এ পরিভাষায় 'অপর' শব্দটিকে $\overbrace{\text{অপর}}^{w}$, পুকুর'কে $\overbrace{\text{পুকুর}}^{w}$, 'ওর'কে $\underbrace{\text{ওর}}_{w}$ প্রভৃতি রূপে লেখা যেতে পারে।

Y Prosody ব্যঞ্জনধ্বনিতে সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলার সংস্পর্শ (Contact assimilation) গত প্রভাব। 'ই', 'এ', 'এ্যা', স্বরধ্বনিগুলো জিভের সামনের ভাগ সম্মুখ তালুর দিকে উঁচু ক'রে উচ্চারণ করা হয়। সম্মুখ এবং পশ্চাৎ জিহবার মিলন স্থানকে তালুর মূর্ধার দিকে উঁচু ক'রে 'আ' উচ্চারণ করা হয়। এ

কয়টি মোটামুটি সম্মুখ স্বরধ্বনি। এগুলোর উচ্চারণে জিহবা সামনের দিকে প্রসৃত এবং ঠোঁট — হয় নির্লিপ্ত না হয় প্রসৃত হবার কথা। এ ধ্বনিগুলো কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত হ'লে তাকেও স্বস্থানচ্যুত ক'রে দেয়। এসব স্বরধ্বনি-সংশ্লিষ্ট এক একটি ব্যঞ্জনধ্বনি — অন্য কথায় এক একটি অক্ষর সামগ্রিক ভাবেই এ কারণে সম্মুখ-প্রসৃত। /কি/, /শিশি/, /ঢেঁকি/, /তারি,/ /চিনি,/ /তারা./ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্যযোগ্য। এগুলোর স্বতন্ত্র অক্ষরগুলোতে যেমন সব কয়টি শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণেও তেমনি ঠোঁট নির্লিপ্ত কিংবা প্রসৃত হয়েছে, আর জিভ সামনের তালুর দিকেই গড়ে পড়েছে। অক্ষর কিংবা শব্দ উচ্চারণের এ ধরনের, সামগ্রিক সম্মুখীভবন (fronting)কে Y prosody নামে চিহ্নিত করা যায়। মা আমার>মায়ামার, কে এলো>কেয়েলো, ইনিই তিনি>ইনিয়ি তিনি প্রভৃতি দুই শব্দের সন্ধিস্থলে পাশাপাশি অবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি-গুলোর মধ্যে 'য়' শ্রুতিও সম্পূর্ণ শব্দ কি বাক্যাংশটিকে 'সামগ্রিক সম্মুখীভবন' গুণসম্পন্ন ক'রে তোলে। 'ইনিই তিনি' বাক্যটিকে এ পরিভাষায়, সেদিক থেকে 'ইনিয়ি তিনি' ভাবে লেখা যেতে পারে।

Y Prosody : Palatalization
সামগ্রিক তালব্যীভবন

বাংলার প্রত্যেকটি স্বরধ্বনিই ঘোষধ্বনি। ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কয়েকটি ঘোষ এবং কয়েকটি অঘোষ। ঘোষধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীগুলোতে কাঁপন লাগে দেখে তাদের অনুরণন সংগীতময়। যে কোনো একটি ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত ও মুক্ত হলে তার পূর্ণ উচ্চারণে একটি স্বরধ্বনি সংশ্লিষ্ট হ'য়ে তা একটি অক্ষর গঠন করে। ঘোষতা তখন সমগ্র অক্ষরটিকেই ঘিরে ধরে। অক্ষরের এহেন সামগ্রিক ঘোষীভবনকে Voicing prosody বলা যায়। /আগে/ শব্দটির 'আ' এবং 'গে' দুটি অক্ষরই ঘোষ, শব্দটির সামগ্রিক উচ্চারণও সে জন্যে সামগ্রিকভাবে ঘোষতা-গুণময়। /আবার/, /আমার তুমি মামা হলে/, /কিংবা/, এবার আমার বিয়ে হ'লে বউ আন্‌বো ঘরে/ প্রভৃতি বাক্যে কি বাক্যাংশে কোনো অঘোষধ্বনি না থাকায় এগুলোর উচ্চারণকালে স্বরতন্ত্রী একটানা প্রকম্পিত হয়ে গেছে। স্বরযন্ত্রের Kymograph tracing নিলে এধরনের বাক্যে স্বরতন্ত্রীর প্রকম্পনজাত একটানা তরঙ্গভঙ্গের (wave form) সাক্ষাৎ পাওয়া যবে। শব্দের, বাক্যাংশে

Prosody of Voicing
সামগ্রিক ঘোষীভবন

কি বাক্যের এই একটানা ঘোষীভবন সামগ্রিকভাবে Voicing prosody র অন্তর্ভুক্ত। এ পরিভাষায় এগুলোকে আগে, কিংবা, এবার আমার বিয়ে হ'লে বউ আনবো ঘরে ভাবে লেখা যায়।

Prosody of aspiration বা 'H' Prosody : সামগ্রিক মহাপ্রাণীভবন

স্বরধ্বনির ওপরে ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শ (Contact assimilation) গত যে সব প্রভাব দেখা যায় সামগ্রিক মহাপ্রাণিতা তার মধ্যে একটি। মহাপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জনধ্বনি (খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) কিংবা গলনালীয় স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্মধ্বনি (হ), কিংবা হ্ল, হ্ন, হ্ম, হ্র প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণে তাদের বিপরীত অর্থাৎ অল্পপ্রাণ ধ্বনিগুলোর তুলনায় এক ঝলক বেশী বাতাস বের হ'য়ে যায়। 'হ' স্পর্শহীন মহাপ্রাণ উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি, না মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি এ নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও বাংলায় পৃথক কোনো মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি নেই। তা' না থাকলেও বাক্‌প্রবাহে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী স্বরধ্বনি কিংবা 'হ' সংশ্লিষ্ট অক্ষরের স্বরধ্বনিগুলো সামগ্রিক উচ্চারণের দিক থেকে মহাপ্রাণতা লাভ করে। খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি, কিংবা 'হ' উচ্চারণে সজোরে বাতাস নির্গমনজনিত মহাপ্রাণতা এদের নিছক মুক্তি (Release) অংশে, না তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনিতে 'তা' জোর ক'রে বলা শক্ত ; সে জন্যে মহাপ্রাণতাকে উক্ত যে-কোনো ধ্বনি-সংশ্লিষ্ট অক্ষরেরই সামগ্রিক সম্পদ (syllabic property) হিসেবে গণ্য করাই অধিকতর সঙ্গত ব'লে মনে হয়।

স্বল্পপ্রাণ অক্ষরের সঙ্গে বৈপরীত্য যাচাই ক'রে বাংলা শব্দে নিম্নলিখিত পর্যায়ে মহাপ্রাণ অক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় :—

(১) একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের শুরুতে :— তুলনীয় — খাল, থাল, ঢাল, ঝাড়, হাত, হাল প্রভৃতি শব্দে।

(২) দ্ব্যক্ষরিক শব্দের শুরুতে :— তুলনীয়—খা/লি, ঢা/লী, থা/লা, হা/লি প্রভৃতি শব্দ।

(৩) ত্র্যাক্ষরিক শব্দের শুরুতে :— ঘ/টনা, খা/টিয়া, হা/টুরে প্রভৃতি শব্দ।

(৪) দ্ব্যক্ষর কিংবা ত্র্যাক্ষরিক শব্দের মাঝখানে—আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি হিসেবে, যেমন—মে/ঠো/, কেঠো/, পা/খা/, মা/থা/, কা/ঠু/রে,পা/ থু/রে, পা/ঠি/কা, পরি/খা/, বরা/খু/রে, এবং স্পর্শহীন মহাপ্রাণ ঊষ্মধ্বনি তথা মহাপ্রাণিত (aspirated) স্বরধ্বনি (হ) হিসেবে যেমন, :—আ/হা, আ/হা/রে, পা/হা/ড়ে ইত্যাদি শব্দ।

কাঠ্, খাট্, মাছ্ প্রভৃতি শব্দের বদ্ধাক্ষর জনিত শেষের মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলো অসম্পূর্ণ (স্বরহীন হলন্ত) উচ্চারণ লাভ করে দেখে শব্দশেষের এ পর্যায়ে তারা চারভাগের তিনভাগ কিংবা সম্পূর্ণ মহাপ্রাণতাই হারিয়ে ফেলে। সেজন্যে অক্ষর গঠনের দিক থেকে তারা যখন তাদের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এ ধরনের সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলো মহাপ্রাণিত হয় না, কিংবা হলেও সে মহাপ্রাণতার পরিমাণ এত ক্ষীণ যে তাদের মহাপ্রাণিত অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দ বলা যায় না। কিন্তু ঘাট, হাত প্রভৃতি একাক্ষরিক শব্দের প্রথমটি মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে সম্পূর্ণ অক্ষর এবং সেজন্যেই সম্পূর্ণ শব্দটিও যেমন মহাপ্রাণিত হয়, তেমনি মেঠো, মাথা, কাঠুরে প্রভৃতি দ্ব্যক্ষরিক কি ত্র্যাক্ষরিক শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরটি মহাপ্রাণ ধ্বনির সাহায্যে গঠিত হলে সম্পূর্ণ অক্ষরটি মহাপ্রাণতা গুণসম্পন্ন হয়। ঠিক তেমনি শব্দশেষের মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি একটি বাক্যের মধ্যে পরবর্তী শব্দের শুরুতে স্বরধ্বনি দ্বারা অনুসৃত হলে আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণধ্বনির মতো তাদের মহাপ্রাণতা রক্ষা করে, ফলে এ পরিবেশের শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের সংশ্লিষ্ট অক্ষরটি দ্রুতকথোপকথনে সামগ্রিকভাবে মহাপ্রাণিত (aspirated) হতে পারে। (তুলনীয় কাঠ এনো>কাঠেনো, শাঁখ আনো> শাঁখানো ইত্যাদি)।

শেষ ও আন্তঃস্বরীয় মহাপ্রাণিত অক্ষর

বাক্যে শব্দশেষের স্বল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি কিংবা মহাপ্রাণ ধ্বনির পরে 'হ' দিয়ে নতুন শব্দ আরম্ভ হলে উক্ত 'হ' লুপ্ত হয়ে (কিংবা না হয়ে ?) তার পূর্ববর্তী ধ্বনিটিকে মহাপ্রাণিত করে। এর ফলে এ পরিবেশের স্পর্শধ্বনিটি মহাপ্রাণিত হয়ে আন্তঃস্বরীয় ধ্বনির মতো সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ অক্ষরটিকেই সামগ্রিক

ভাবে মহাপ্রাণিত ক'রে দেয়। তুলনীয় রাগ্ হয়> রা/ঘয়, এক্ হারা> এ/খারা, ঝড় হয়েছে> ঝ/ঢ়য়েছে, মাছ্ হয়> মা/ছয়, বোধ্ হয়> বো/ধয় ইত্যাদি।

এখানকার উদাহরণগুলোর দ্বিতীয় অক্ষরটি সামগ্রিকভাবেই মহাপ্রাণতা গুণসম্পন্ন। অন্য কথায় এ মহাপ্রণতা গুণ সংশ্লিষ্ট সমগ্র অক্ষরটিরই (property of the whole syllable) বিশেষ সম্পদ।

বাংলায়/পাখ্না/, /মাখ্না/, বধ্না/, /বিঘ্ন/ এবং /ইচ্ছা/, /বুদ্ধি/, /দম্ভ/, /রিক্থ/, /দুগ্ধ/, /উদ্ভিদ/ প্রভৃতি শব্দে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে — cc — অর্থাৎ পাশাপাশি দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান আমরা দেখতে পাই। বাংলায় কিছু শব্দে (যেমন-পাখ্না, বধ্না, বিঘ্ন ইত্যাদি) এদের প্রথমটিকে মহাপ্রাণ স্পর্শ বর্ণ দিয়ে লেখা হয়। শব্দশেষের মহাপ্রাণ স্পর্শবর্ণগুলো পরবর্তী শব্দের শুরুতে স্বল্পপ্রাণ বর্ণের দ্বারা অনুসৃত হলে যেমন তারা অভিনিধানপ্রাপ্ত অসম্পূর্ণ উচ্চারণ লাভ করে, তেমনি এ পর্যায়ের মহাপ্রাণ স্পর্শবর্ণগুলোও অভিনিধানপ্রাপ্ত হয় ব'লে তাদের মহাপ্রাণতা হারায়। সুতরাং শব্দমধ্যবর্তী—cc-র প্রথমটিতে বাংলা ধ্বনিতে মহাপ্রাণতা লুপ্ত হবার বা না থাকারই কথা। তুলনীয় /রুগ্ন/ (rugna) এবং /বিঘ্ন/ (bighna> bigna) প্রভৃতি শব্দ। 'বিঘ্ন' শব্দটির 'ঘ্' এর উচ্চারণ ব্যঞ্জনায় মহাপ্রাণ আমেজ পাওয়া গেলেও /রুগ্ন/ এবং /বিঘ্ন/ জাতীয় শব্দের একই রকম কাইমোগ্রাফ ট্রেসিং পাওয়া যায়। সুতরাং এ পরিবেশে মহাপ্রাণ-ধ্বনির অস্তিত্ব বাংলায় নেই বলেই আমার ধারণা।

কিন্তু — ccর দ্বিতীয়টি ব্যাপকভাবে বাংলায় মহাপ্রাণধ্বনি হ'তে পারে। তাতেও এ পর্যায়ের সমস্থানজাত (homorganic) বর্গীয় স্পর্শধ্বনিগুলোর দ্বিতীয়টি যে পরিমাণে মহাপ্রাণধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ভিন্নস্থানজাত (heterorganic) স্পর্শধ্বনিগুলোর দ্বিতীয়টিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি হিসেবে সেই পরিমাণে এখানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। তুলনীয় ঃ—

সমস্থানজাত বর্গীয় ধ্বনি	ঃ	ভিন্ন স্থানজাত ধ্বনি
দুঃখ>দুক্খো		রিক্থ, দুগ্ধ, উদ্ভিদ,
সখ্য>সক্খো		অর্থ, গুর্খা, গর্ভ, গুল্খি,
সংখ্যা, শংখ, সংখ,		উস্খুস্, কাষ্ঠ ইত্যাদি।

ইচ্ছা, কুজ্ঝটিকা, বাঞ্ছা, ঝঞ্ঝা।
পথ্য > পত্থো, বুদ্ধি,
পন্থা, বন্ধন, লম্ফ, গম্ভীর ইত্যাদি।

এ পরিবেশে ভিন্ন স্থানজাত দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটি মহাপ্রাণ হলেও যেমন, সমস্থান জাত দ্বিতীয় ব্যঞ্জণধ্বনিটি মহাপ্রাণ হলেও তেমনি তাদের সংশ্লিষ্ট অক্ষরটি সামগ্রিকভাবেই মহাপ্রাণতা গুণ লাভ করে। তাহ'লেও সমস্থানজাত ধ্বনি দুটির প্রথমটি দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয় এবং দ্বিতীয়টিতে তাদের উচ্চারকেরা সজোরে পৃথক হ'য়ে যায় দেখে, তাদের একাত্মতাপ্রাপ্ত শক্তিসঞ্জাত মুক্তিলাভ অক্ষরটিকে বিপুল পরিমাণে মহাপ্রাণিত ক'রে দিয়ে যায়।

কতকগুলো কৃতঋণ তৎসম শব্দে শালীন পাণ্ডিত্যপূর্ণ উচ্চারণে -cc-র দ্বিতীয়টি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি -ন-, -ম- এবং তরলধ্বনি -র-, -ল- হ'লে সমস্থানজাত অন্যান্য ধ্বনির মতোই মহাপ্রাণিত হয়। তুলনীয় /চিহ্ন/, চিহ্নিত/, /ব্রহ্ম/, এবং /বর্হ/, (বহ্ন) /, গর্হিত/, /গার্হস্থ্য/, /আহ্লাদ/, প্রহ্লাদ/ প্রভৃতি শব্দ। ইদানীং এসব শব্দে সংশ্লিষ্ট ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়ে গিয়ে অঞ্চল ও লোকবিশেষের উচ্চারণে চিন্ন, চিন্নিত, বর্‌র, গর্রিত কিংবা আল্লাদ রূপে তারা দ্বিত্বলাভ করে। কিন্তু আমি এ সব শব্দের দ্বিতীয় ধ্বনিটির সমস্থানজাত অন্যান্য ধ্বনির মতো মহাপ্রাণ উচ্চারণই যথার্থ উচ্চারণ ব'লে মনে করি। আমার উচ্চারণে এদের প্রথমাংশ দ্বিত্বলাভ করে এবং দ্বিতীয়াংশ সজোরে মহাপ্রাণিতভাবে মুক্তিলাভ করে দেখে তাদের সংশ্লিষ্ট সমগ্র অক্ষরই মহাপ্রাণীভূত হয়। সেজন্যে আমার উচ্চারণে মহাপ্রাণতা তাদের সংশ্লিষ্ট অক্ষরেরই সামগ্রিক সম্পদ।

'হ্ন', 'হ্ম' দিয়ে শব্দারম্ভে অবশ্য কোনো অক্ষর পাওয়া যায় না, কিন্তু 'হ্লাদিনী' বিংবা 'হ্রদ' প্রভৃতি কৃতঋণ তৎসম শব্দে 'ল্হ' এবং 'র্হ'র মহাপ্রাণিত রূপ দেখা যায়।

তরলধ্বনি 'র' পরে থেকে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant cluster) -র সৃষ্টি করলে এবং বাংলার জাত্ শিস্‌ধ্বনি 'শ'এর অগ্রদন্তমূলীয় অন্তরধ্বনি 'স'—সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমে এলে শব্দের প্রথম অক্ষরটি মহাপ্রাণিত হ'তে পারে।

তুলনীয়— খ্রীষ্টাব্দ, ঘ্রাণ, ধ্রুব, ফ্রেম, ফ্রক, ভ্রাতা, এবং স্ফুরণ, স্ফুট, স্খলন, স্থাবর প্রভৃতি শব্দ। এ সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিসৃষ্ট শব্দাক্ষরের সবটুকুই মহাপ্রাণিত হয়। অন্য কথায় মহাপ্রাণতা সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর এবং তাদের সৃষ্ট অক্ষরগুলোর সামগ্রিক সম্পদ।

খাঁটি বাংলা শব্দে একটির বেশী মহাপ্রাণ অক্ষর নেই। সংস্কৃত /ঝঞ্ঝা/ /ভক্ষণ/ /বুভুক্ষা/ প্রভৃতি শব্দে পাশাপাশি দুইটি মহাপ্রাণ অক্ষর দেখি। এ ধরনের অল্পসংখ্যক কয়েকটি কৃতঋণ সংস্কৃত শব্দ ছাড়া বাংলায় একাধিক মহাপ্রাণ অক্ষর-বিশিষ্ট তদ্ভব কি দেশী বাংলা শব্দ আমার চোখে পড়েনি। অভি-ভাষণ, অভি-ধর্ম, ঝন্‌ঝন, ধমাধম প্রভৃতি যৌগিক কিংবা ধ্বন্যাত্মক শব্দে অবশ্য এ মন্তব্য টেকে না। মহাপ্রাণ অক্ষরের পুনরুক্তির অভাব বাংলা সরল তথা তদ্ভব ও দেশী শব্দকে তৎসম এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকে পৃথক ক'রে দিয়েছে।

অক্ষরের সামগ্রিক মহাপ্রাণীভবনকে আমাদের বিশ্লেষণাত্মক ধ্বনিতাত্ত্বিক 'H' prosodyর পরিভাষায় এ ভাবে দেখানো যেতে পারে ঃ—

ঝাল, ঘটনা, মাঝি, পরিখা, বুদ্ধি শাঁখ আনো > শাঁখানো ইত্যাদি।

ঙ, ন, ম — এ তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে তাদের উচ্চারকেরা স্বস্থান স্পর্শ করতে না করতেই নরম তালু ঝুলে পড়ে দেখে ফুস্‌ফুস উদগত বাতাস নাসাপথে বের হ'তে গিয়ে তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনির ওপরেও প্রভাব বিস্তার ক'রে যায়। শুধু তা নয়, তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনিতেও এ নাসিক্য অনুরণন সংক্রামিত হয়। এ প্রভাব সংশ্লিষ্ট নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটির সংস্পর্শ (Contact assimilation) জাত। একাক্ষর বিশিষ্ট /নাক/, /কান/ প্রভৃতি শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণে স্বতন্ত্রভাবে নাসিক্য অনুরণনের চিহ্ন (৺) ব্যবহার করি বা না করি (এ ধরনের শব্দে সাধারণ লেখায় অবশ্য আমরা তা করিনা), ওর ভেতরের নাসিক্যগুণকে আমরা পৃথক ক'রে নিতে পারি না। সে জন্যে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি সংশ্লিষ্ট অক্ষরটির সামগ্রিক উচ্চারণ নাসিক্য অনুরণনময় তথা prosodic। /নাক/ শব্দে 'ন' এর পরবর্তী স্বরধ্বনি 'আ'র সাহায্যে গঠিত সম্পূর্ণ অক্ষর তথা শব্দটি সম্বন্ধে একথা যেমন প্রযোজ্য, তেমনি /কান/ শব্দে 'ন' এর পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি 'আ' র সাহায্যে গঠিত অক্ষর-সমন্বিত সম্পূর্ণ শব্দটি সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

Prosody of nasalization
N Prosody
সামগ্রিক নাসিক্যীভবন

এখানে নাসিক্যগুণ সম্পূর্ণ শব্দটিরই সম্পদ (property)। CVC অক্ষরবিশিষ্ট কাঠামোর /মান/, /মন/, /নাম/, /নাঙ/ প্রভৃতি শব্দে যেখানে অক্ষরগুলো নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শুরু হয় এবং নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতেই শেষ হয় সেখানে দুইটি নাসিক্যধ্বনির মধ্যবর্তী স্বরধ্বনিটিতে নাসিক্যগুণ গভীরতা লাভ করে। ফলে সমগ্র অক্ষরটিতে এবং সেজন্যেই এধরনের একাক্ষরিক শব্দগুলোতে অপরূপ নাসিক্য ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। /নানা/, /মানা/, /নানান/ /মানানো/, /মাননীয়া/ প্রভৃতি দ্ব্যক্ষরিক, ত্র্যক্ষরিক, কি চতুরক্ষরিক শব্দেও নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির অনুরণন তাদের পূর্বে ও পরে প্রসৃত হয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট অক্ষর এবং সমগ্র শব্দেরই সম্পদরূপে গণ্য হয়! এ জাতীয় শব্দের Nasal (kymograph) tracing নিয়ে এ কথার যাথার্থ্য বিচার ক'রে দেখা গেছে। অক্ষর ও শব্দে এ ধরনের সামগ্রিক নাসিক্যীভবন সংশ্লিষ্ট মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (Phoneme) জাত ব'লে শব্দাক্ষরের পরিমাণ-নির্বিশেষে তা' শব্দের শুরুতে, মধ্যে কিংবা অন্তে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান বিচারে যে-কোনো অক্ষরকেই নাসিক্যীভূত করতে পারে, তুলনীয়— /নাচুনি/, /বিনুনি/, /জননী/, /রমণী/, /মারানী/, /নামুন/, /নামানো/ /নমনীয়/ প্রভৃতি শব্দ। সংশ্লিষ্ট nasal phonemeএর সাহায্যে এ ধরনের নাসিক্য ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হ'লেও সমগ্র অক্ষর কি শব্দের উচ্চারণ থেকে তাকে আলাদা করা যায় না দেখে শব্দ ও শব্দাক্ষরের এ নাসিক্য অনুরণন তখন phonematic না হ'য়ে prosodic property হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের আলোচ্য বিশ্লেষণাত্মক পরিভাষায় তখন /মন/, /মামা/, /নামুন/, /নাম নাই/, /জননী/. /নমনীয়/ প্রভৃতি শব্দ ও বাক্যাংশকে $\frac{N}{\text{মন}}$, $\frac{N}{\text{মামা}}$, $\frac{N}{\text{নামুন}}$, $\frac{N}{\text{নামনাই}}$, $\frac{N}{\text{জননী}}$, $\frac{N}{\text{নমনীয়}}$ ইত্যাদি রূপে লেখা যেতে পারে।

বাংলায় সংশ্লিষ্ট নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়াও অনুনাসিক স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়। স্বরধ্বনির নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি-অসম্পৃক্ত-অনুনাসিকতা আভিধানিক পর্যায়ে অনুরূপ অনুনাসিকতাবিহীন শব্দকে অর্থের দিক দিয়ে পৃথক ক'রে দেয়। তুলনীয় /বাক/ এবং /বাঁক/, /কাচা/ এবং /কাঁচা/, /চাচা/ এবং /চাচা/, /কাদা/ এবং /কাঁদা/, /রাধা/ এবং /রাঁধা/, /বাধা/ এবং /বাঁধা/, /কাটা/ এবং /কাঁটা/ প্রভৃতি শব্দ। বাংলায় প্রতিটি স্বরধ্বনি সংশ্লিষ্ট অনুনাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়াই অনুনাসিকতা লাভ ক'রে তাদের মৌখিক রূপের সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র শব্দ সৃষ্টি করে। এজন্যে অনেকে

বাংলার মৌখিক (oral) স্বরধ্বনিগুলোর তুলনায় তাদের প্রতিটি অনুনাসিক (nasalized) স্বরধ্বনিকে স্বতন্ত্র phoneme বা মূলধ্বনি হিসেবে গণ্য করেছেন। বাংলার এ ধরনের নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিঅসংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র অনুনাসিক স্বরধ্বনিগুলোর প্রত্যেকটিকে মূলধ্বনি বা phoneme হিসেবে গণ্য করা হোক বা না হোক অক্ষরের মধ্যে ব্যবহৃত হলেই স্বরধ্বনির এ অনুনাসিকতাও সমগ্র অক্ষরটিরই গুণগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। /বাক/ এবং /বাঁক/ শব্দের নাক ও মুখের Kymograph tracing নিয়ে পরীক্ষা করলে প্রথম শব্দটিতে নাসিক্য অনুরণন-জাত চিহ্নের অভাব দেখা যায় অথচ দ্বিতীয়টিতে শুধু সংশ্লিষ্ট 'আ' স্বরধ্বনিটির বেলাতেই নয়, তার পূর্বে 'ব' এর মুক্তি-অংশ থেকে নাসিক্য অনুরণন শুরু হ'য়ে 'ক' গঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যেতে দেখি। /বাঁক/ শব্দটির আলোচ্য স্বরধ্বনিটির অনুনাসিকতা সেজন্যেই সমগ্র অক্ষরটির এবং এটি একটি একাক্ষরিক শব্দ ব'লে সমগ্র শব্দটিরই একটি বিশেষ সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছে। এ অনুনাসিকতাও সেকারণে অক্ষর এবং শব্দের সামগ্রিক গুণগত তথা prosodic সম্পদ।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি-সংশ্লিষ্ট নাসিক্যভূত অক্ষর ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান বিচারে শব্দের যে-কোনো স্থানে একাধিকবার ব্যবহৃত হতে পারে (তুলনীয় /জননী/, /অনমনীয়/ প্রভৃতি শব্দ)। কিন্তু নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি-অসম্পৃক্ত অনুনাসিক স্বরধ্বনিজাত-অক্ষর শব্দে কেবল যে একটিবার মাত্র ব্যবহৃত হয় তা-ই নয়, /বিস্ময়/, /আজ্ঞা/, /অবজ্ঞা/, /বিজ্ঞ/ প্রভৃতি কয়েকটি তৎসম শব্দে ছাড়া তাদের অবস্থানও শব্দের প্রথম অক্ষরেই নির্দিষ্ট থাকে। বলা বাহুল্য, সে কারণে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিহীন অনুনাসিকতা বাংলা শব্দের একটি বিশেষ সম্পদ। /বিস্ময়/ কিংবা /অবজ্ঞা/ প্রভৃতি শব্দের শেষাক্ষরের ধ্বনিগত যে অনুনাসিকতা তাও বাংলা বানানের প্রভাবজাত। সেদিক থেকে নাসিক্য-ব্যঞ্জনধ্বনিহীন-অনুনাসিকতা বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষরেরই যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা আরও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

বাংলায় শব্দের গোড়াতে 'ন' এবং 'ম' ব্যবহৃত হয়। (তুলনীয়ঃ /নাক/ ও /মাস/ শব্দ।) শব্দের মধ্যে ও শেষে, 'ঙ', 'ন' এবং 'ম' এ তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিই ব্যবহৃত হয়। তুলনীয় /রাঙা/ ও/ রঙ/, /জানা/ ও /জান/ এবং /ধামা/ ও /জাম/ প্রভৃতি শব্দ।

শব্দের শুরুতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে শব্দের মধ্যেও 'ন্', 'ম্' এবং 'ম্ল' এক প্রশ্বাস-জাত সংযুক্ততার সৃষ্টি ক'রে সংশ্লিষ্ট অক্ষরটিকেই সামগ্রিকভাবে নাসিক্যীভূত করতে পারে। তুলনীয় ঃ—/নৃমণি/, /নৃপ/, /অমৃত/ ; /মৃত/, /অনৃত/, /ম্লান/, /অম্লান/ প্রভৃতি শব্দ। /স্নান/, /স্নিগ্ধ/ প্রভৃতি শব্দে সংযুক্ত 'স্ন' শুধু শব্দের প্রথম অক্ষরকেই নাসিক্যীভূত করে।

শব্দের মাঝখানে —cc— পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার হয়, যথা ঃ—

(১) 'ঙ' ছাড়া 'ন' এবং 'ম'এর দ্বিত্ব ঃ—পান্না, কান্না, সম্মান, আম্মা, ইত্যাদি।

(২) দ্বিত্বলাভ করলে 'ন' এবং 'ম' দ্বিতীয় স্থানে কয়েকটি সংস্কৃত শব্দে শালীন উচ্চারণে মহাপ্রাণিত হ'তে পারে। যেমন ঃ—চিহ্ন, চিহ্নিত, বহ্নি, অপরাহ্ন, ব্রহ্মা, ব্রাহ্ম ইত্যাদি।

৩। সমস্থানজাত স্পর্শধ্বনির পূর্বে সংশ্লিষ্ট-বর্গীয়-নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার। যেমন ঃ—

(ক) ক-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহার ঃ— শঙ্কা, সংখ্যা সঙ্গ, সঙ্ঘ।

(খ) চ-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে প্রশস্তদন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ— সঞ্চয়, বাঞ্ছা, গঞ্জনা, ঝঞ্ঝা।

(গ) ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় মূর্ধন্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ— কণ্টক, কুণ্ঠা, খণ্ডন।

(ঘ) ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্ত্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ— সন্তাপ, পন্থা, মন্দা, সন্ধ্যা।

(ঙ) প-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ— কম্প, গুম্ফ, গম্বুজ, গম্ভীর।

৪। শব্দমধ্যবর্তী ভিন্নস্থানজাত-cc-র প্রথমটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি হ'লে 'ঙ', 'ন' এবং 'ম' তিনটিই ব্যবহৃত হ'তে পারে, যেমন ঃ—

(ক) -ঙc- রাংতা, রংচঙ্, আংটি, আংঠা, চিংড়ি, রংপুর, সংবাদ, সংশয়, সংযোগ, বাঙ্লা, হিংসা, বংশ, সিংহ, মুংরু, ন্যাংড়া ইত্যাদি। (ঙ্ এবং অনুস্বার (ং) বাংলায় ধ্বনির দিক থেকে অভিন্ন)।

(খ) —nc— ফন্কা, ঠুন্কো, সান্কি, পানকৌড়ি, কান্খা, বনগাঁ, তানপুরা, সন্বাপ, পন্রো, জান্লা ইত্যাদি।

(গ) —mc— ঝুম্‌কো, দম্‌কা, খাম্‌খেয়ালী, রাম্‌গড়, যম্‌ঘর, ঘোম্‌টা, চাম্‌চে, নাম্‌তা, চম্‌চম্‌, গাম্‌ছা, রাম্‌থাল, রাম্‌দা, কাম্‌ধেনু, চাম্‌ড়া, কাম্‌রা, কাম্‌লা· গাম্‌লা, আম্‌ড়া, তাম্‌সা ইত্যাদি।

৫। শব্দমধ্যবর্তী বিভিন্নস্থানজাত—cc-র—দ্বিতীয়টি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি হ'লে 'ঙ' শব্দ ও অক্ষর গঠন করে না দেখে শুধু 'ন' এবং 'ম'ই এ পরিবেশে ব্যবহৃত হয়, 'ঙ' নয়। যেমন ঃ—

—cn—বক্‌না, পাখ্‌না, ভগ্ন, রুগ্ন, বিঘ্ন, যাচ্‌না, (যাচ্ঞা)
জ্যোছ্‌না, বাজ্‌না, বাট্‌না।
রত্ন, যত্ন, পত্নী, মদনা, বধ্‌না, স্বপ্ন, যাব্‌না,
ওড়না, ডাল্‌না, কর্ণ, রোশ্‌নি, বাহ্‌না ইত্যাদি।

—cm—তক্‌মা, বাগ্‌মী, মচ্‌মচ, আজমীর, কর্ম, গুল্ম,
চণ্‌মা, আস্‌মান, গহ্‌মা ইত্যাদি।

৬। ভিন্ন স্থানজাত (-cc-) নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ—
(ক) জন্ম, তন্ময়, (খ) ওমনি, তেম্‌নি, সাম্‌নে
(গ) বাঙ্‌ময়, রঙ্‌ময় ইত্যাদি।

উপরিউক্ত এক থেকে ছয় সংখ্যক উদাহরণগুলোতে দ্বিত্বপ্রাপ্ত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি এবং সমস্থানীয় স্পর্শব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণই বেশ জোরালো এবং একাত্মতাপ্রাপ্ত। অন্যান্য উদাহরণগুলোর—cc-র প্রথম কিংবা দ্বিতীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটির উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কোমল এবং sequential বা পারম্পর্যগত।

এদের উচ্চারণ পদ্ধতি উদাহরণ বিশেষে যেমনই হোক না কেন—cc-র প্রথমটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি হ'লে তার পূর্ববর্তী অক্ষরকে এবং দ্বিতীয়টি তার পরবর্তী অক্ষরকে সামগ্রিকভাবে নাসিক্যীভূত করে। কিন্তু /তন্ময়/, /জন্মায়/. /কান্না/, প্রভৃতি শব্দে—cc-র দুটোই নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ব'লে তাদের পূর্ব ও পরবর্তী অক্ষরকে তারা সমানভাবেই অনুনাসিক অনুরণনে ঝঙ্কৃত ক'রে তোলে। এরকম উদাহরণে নাসিক্যগুণ সেজন্যে সমগ্র শব্দবিশেষেরই ধ্বনিসম্পদ হিসেবে গণ্য হয়।

ব্যঙ্ক, ল্যাম্প, পাম্প্ প্রভৃতি কয়েকটি ইংরেজী কৃতঋণ শব্দেই শব্দশেষে —NC (নাসিক্য ও অন্ত্যব্যঞ্জন)র সংস্থান দেখি। এগুলোতেও নাসিক্য অনুরণন সমগ্র শব্দেরই ধ্বনিগুণ।

বাংলায় নাসিক্য-ব্যঞ্জনবহির্ভূত-অনুনাসিকতা কেবলমাত্র শব্দের প্রথম অক্ষরের গুণ হলেও রেঁায়া, চুঁয়া প্রভৃতি একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে দ্বিতীয় অক্ষরে প্রসৃত হ'য়ে গিয়ে সমগ্র শব্দটিতেই নাসিক্য অনুরণনের সৃষ্টি করে।

বাংলায় পার্শ্বজাত তরলধ্বনি 'ল' এর সঙ্গেই কোনো নাসিক্য-ব্যঞ্জনধ্বনি-অবিমিশ্র-অনুনাসিক অক্ষর সৃষ্টি হ'তে দেখা যায় না।

বাংলার ট-বর্গীয় 'ট,' 'ঠ,' 'ড,' 'ঢ' এবং তাড়নজাত 'ড়' ও 'ঢ়' ধ্বনি দক্ষিণ ভারতীয় তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কানাড়া প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভাষা এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণ-ঘটিত এ ধ্বনিগুলোর তুলনায় খাঁটি মূর্ধন্য ধ্বনি নয়। এতদঞ্চলের এ ধ্বনিগুলোকে জিভের ডগা মূর্ধার সঙ্গে লাগিয়ে যে ভাবে উচ্চারণ করা হয়, বাংলায় সেভাবে করা হয় না। বাংলায় এদের উচ্চারণ স্থান দন্তমূলই। তবু বাংলাতেও এদের উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় জিভের ডগা দুমড়ে যায় দেখে এসব ধ্বনির মুক্তি-ঘটিত পরবর্তী স্বরধ্বনিটিও তাদের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটি গাঢ় ব্যঞ্জনা লাভ করে। এ ধ্বনিগুলো উচ্চারণের এ ব্যঞ্জনা মুখগহ্বরে জিভের প্রতিবেষ্টনজনিত রূপেরই সৃষ্টি। এদের পরবর্তী স্বরধ্বনিতে প্রতিবেষ্টনজাত গাঢ় ব্যঞ্জনা যেমন প্রসৃত হ'য়ে যায়, তেমনি শব্দ মধ্যবর্তী যে কোনো ট-বর্গীয় ধ্বনি উচ্চারণে জিভের ডগা তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি গঠনের সময়ই প্রতিবেষ্টিত রূপ ধারণ করতে উদ্যত হয় দেখে শব্দমধ্যমর্তী ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বের ও পরের অক্ষরে সমানভাবেই এ ধ্বনি-নিঃসৃত গাঢ় ব্যঞ্জনার স্বাদ পাওয়া যায়। ট-বর্গীয় এবং ড়, ঢ় ধ্বনির উচ্চারণগত এ গাঢ় ব্যঞ্জনা সমগ্র অক্ষরেরই স্বাদ। এ স্বাদ আমাদের ব্যাখ্যা মতে Prosody of Retrofloxion বা R Prosodyর অন্তর্ভুক্ত।

Prosody of Retroflexion
R Prosody
সামগ্রিক মূর্ধন্যীভবন

প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ ও অনুকরণে লেখা ব'লে বাংলা ব্যাকরণগুলোতে 'ষ'কেও মূর্ধন্য ধ্বনির পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ধ্বনিবিশ্লেষণে আমরা দেখেছি 'ষ' বলে স্বতন্ত্র বা কোনো মূলধ্বনি বাংলায় নেই। আছে দন্তমূলীয় 'শ' ধ্বনি।

বাংলায় স্পর্শধ্বনির সঙ্গে নিম্নলিখিত পরিবেশে অক্ষর মূর্ধন্যীভূত হয় ঃ—

১। প্রথম অক্ষরে ঃ— টাক্, ঠিক্, ঠক্, ডাল্, ঢাল্ ইত্যাদি।

২। দ্বিতীয় অক্ষরে ঃ— কাটা, কাঠা, মাঠা, গাড়ি, গাড়ো ইত্যাদি।

৩। তৃতীয় বা শেষ অক্ষরে ঃ— কাবাটি, পাহাড়ী, শাশুড়ি, মারাঠি ইত্যাদি।

৪। শব্দের closed বা বদ্ধাক্ষর হিসেবে ঃ— কাঠ, মাঠ, লাট, ভাট, ভাঁড়, ঠোঁট, কপাট, পাহাড়, আষাঢ় ইত্যাদি।

বাংলায় নির্দিষ্ট কতকগুলো শব্দেই পাশাপাশি দুটো অক্ষর মূর্ধন্যীভূত হ'তে পারে, যেমন ঃ—

১। ইংরেজী কৃতঋণ শব্দে ঃ— টিকেট, টমাটো, ডাকোটা ইত্যাদি।

২। নামবাচক বিশেষ্যে ঃ— টাটানো, টোটা, টেরিটি, ঢেঁড়োস ইত্যাদি।

৩। কতকগুলো অভদ্র শব্দে ঃ— ঠেঁটা, ঠুঁটো, ডাঁটা, ট্যাঁঠা ইত্যাদি।

৪। কতকগুলো ধ্বন্যাত্মক ও দ্বৈতশব্দে ঃ— ঠুন্‌ঠুন্, ঢংঢং, ডিম্‌ডিম্, টম্‌টম্, টক্‌টক্, টুক্‌টুকে, টস্‌টস্, টিক্‌টিকি, টল্‌মল্; টাল্‌মাটাল্, টুন্‌টুনি ইত্যাদি।

৫। সাধারণ কতগুলো শব্দে ঃ— টুঁটি, ঠাট্টা, ডাণ্ডা ইত্যাদি।

এছাড়া (ভাড়াটে প্রভৃতি দু-একটি উদাহরণ ছাড়া) শালীন শব্দে বাংলায় শব্দের প্রথমে কি মধ্যাক্ষরে কিংবা শেষাক্ষরে যেখানেই মূর্ধন্যধ্বনির আমদানি হোক না কেন, একটি শব্দে একাধিক মূর্ধন্যীভূত অক্ষর চোখে পড়ে না। শুধু তা-ই নয় মহাপ্রাণ অক্ষরের পর মূর্ধন্যীভূত অক্ষর বাংলায় ব্যবহৃত হয় (তুলনীয় খাঁটি, ভাড়াটে ইত্যাদি) কিন্তু তার বিপরীত অর্থাৎ মূর্ধন্যীভূত অক্ষরের পরে মহাপ্রাণিত অক্ষর বাংলায় নেই বলেই আমার ধারণা।

ইংরেজী কৃতঋণশব্দে 'র' পরে এসে 'ট' ও 'ড' এর সঙ্গে শব্দের প্রথম অক্ষরকে মূর্ধন্যীভূত করে, যেমন ঃ— ট্রাম, ড্রাম ইত্যাদি।

শব্দের মধ্যাক্ষরে — cc- পর্যায়ে 'ন' পরবর্তী ট বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে (যেমন—ঘণ্টা, লুণ্ঠন; মণ্ডা প্রভৃতি শব্দ), 'ল' পরবর্তী ট-এর সঙ্গে (যেমন উল্টা, পাল্টা, গিল্টি ইত্যাদি) এবং 'ষ'ও পরবর্তী ট-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলোকে অর্থাৎ ট বর্গীয় ধ্বনি সংশ্লিষ্ট-অক্ষরের পূর্ব ও পরবর্তী স্বরধ্বনিকে প্রতিবেষ্টিত করে। সেজন্যে এসব ক্ষেত্রেও অক্ষরের মূর্ধন্যীভূত বা প্রতিবেষ্টিত রূপ সমগ্র অক্ষরের এবং সেজন্যেই সমগ্র শব্দের সামগ্রিক ধ্বনিসম্পদ ; অন্য কথায় তাদের Prosodic গুণ।

বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে লিখিত হয় দেখে সংস্কৃত ব্যাকরণের 'ণত্ব' ও 'ষত্ব' বিধানগুলো বাংলার ঘাড়ে মান্ধাতার আমল থেকে চেপে বসে আছে। সে বিধানগুলো প্রধানতঃ এরূপ :—

ণত্ববিধান : ১। টবর্গের পূর্বে মূর্ধন্য-ণ-হয়, যেমন :— বণ্টন, কণ্টক, লুণ্ঠন, খণ্ডন, চণ্ড ইত্যাদি।

২। ঋ, ৠ, র, ষ এর পরে প্রত্যয়ের দন্ত্য ন, মূর্ধন্য ণ হয়, যেমন :— ঋণ, ঘৃণা, কৃষ্ণ, (< √কৃষ্ + ন), বর্ণ (< √বৃ =বর্ + ন), বিষ্ণু (< √বিষ্ + নু), পূর্ণ (< √পৃ =পূর্ + ন) ইত্যাদি।

৩। একই পদের মধ্যে প্রথমে ঋ, ৠ, র, ষ, ও পরে স্ববরর্ণ, ক-বর্গ প-বর্গ, য-, ব-, হ-কার ও অনুস্বারের ব্যবধান এবং তারপরে দন্ত্য ন থাকলে উক্ত দন্ত্য ন, মূর্ধন্য ণ হ'য়ে যায়, যেমন :— দর্পণ, শ্রবণ, শ্রাবণ; হরিণ, রুক্মিণী, বিষাণ, কৃপণ, রেণু, লক্ষ্মণ, ইত্যাদি।

৪। ঋ, র ষ এর পরে উপরিক্ত ধ্বনিগুলো ছাড়া অন্যধ্বনির ব্যবধান থাকলে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়না।

ষত্ব-বিধান : ১। ঋ ও র এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয়, যেমন :— ঋষি, বৃষ, ঋষভ, বর্ষা, বর্ষ ইত্যাদি।

২। অ, আ ভিন্ন স্বর এবং ক ও র-পদস্থিত এই কয়টি বর্ণের পরে প্রত্যয়াদির দন্ত্য-স এলে উক্ত 'স' মূর্ধন্য-ষ-য়ে পরিবর্তিত হয়, যথা — কল্যানীয়েষু, মুমূর্ষু, চিকীর্ষা, ইত্যাদি।

৩। উপসর্গের ই-কার ও উ-কারের পরস্থিত কতকগুলি ধাতুর দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়, যথা—অভি + √সিচ্ > সেক + অ = অভিষেক ; স্থা + অন = স্থান — কিন্তু অধি + স্থান = অধিষ্ঠান, প্রতি + স্থিত = প্রতিষ্ঠিত ; সিদ্ধ কিন্তু নিষিদ্ধ, নিষেধ ; সন্ন কিন্তু নিষন্ন ইত্যাদি।

৪। দুইটি পদ সমাসবদ্ধ হ'য়ে এক শব্দে পরিণত হ'লে এ ক্ষেত্রে প্রথম পদের শেষে -ই, উ, ঋ, ও—থাকলে, পরবর্তী পদের আদ্য দন্ত স মূর্ধন্য-ষ-য়ে পরিবর্তিত হয় ; যথা— যুধি + স্থির = যুধিষ্ঠির, সু + স্থু = সুষ্ঠু, মাতৃ + স্বসা =

মাতৃষ্বসা, পিতৃ + স্বসা = পিতৃষ্বসা, সু + সমা = সুষমা, সু + সেন = সুষেণ, বি + সম = বিষম, গো + স্থ = গোষ্ঠ ইত্যাদি।*

সংস্কৃত ব্যাকরণের এ নিয়মগুলো বেশ জটিল এবং সাধারণের জন্যে বিভীষিকাপূর্ণ। বাংলা বানান সংস্কৃতের গতানুগতিক পদ্ধতিতে শেখানো হয় ব'লে বানান আয়ত্তকরণের জন্যে এখনও হয়তো এসব দুরূহ সূত্রের কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু বাংলা ধ্বনিতে এদের কোনো অস্তিত্বই নেই। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান এক ধ্বনির অন্যধ্বনিতে পরিবর্তনের কথা স্বীকার করে না; ধ্বনি যে ভাবে মানুষের মুখে উচ্চারিত হয় এ বিজ্ঞান তারি যথাযথ বিশ্লেষণ করে। একারণে বর্ণনাত্মক বাংলা ব্যাকরণেও এসব ক্ষেত্রে এক ধ্বনির অন্য ধ্বনিতে পরিবর্তনের উল্লেখের প্রয়োজন নেই। এ দৃষ্টিভংগী থেকে বাংলায় ণত্ব ও ষত্ব বিধান-শাসিত বানান এবং তার সূত্রাদির পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

সংস্কৃত ণত্ব ও ষত্ব বিধানমতে এক ধ্বনির অন্য ধ্বনিতে পরিবর্তিত হবার কথা না ব'লে আমাদের আলোচ্য Prosodic পদ্ধতির সাহায্যে মূর্ধন্যীভূত সামগ্রিক অক্ষর ও শব্দের বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।** তুলনীয় সংস্কৃত উচ্চারণ মতে /শ্রাবণ/, /ব্রাহ্মণ/, /বিষণ্ণ/, /বিষ্ণু/, /ঋণ/, /পাঠ/, /তণ্ডিস্তান/ প্রভৃতি শব্দ। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মূর্ধন্যধ্বনি উচ্চারণে মূর্ধায় জিহ্বার ডগা প্রতিবেষ্টিত হ'য়ে যে গাঢ় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে, তা-ই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমগ্র শব্দে এবং কোনো কোনো শব্দে সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলোতে প্রসৃত হয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ অক্ষর ও সেজন্যে সমগ্র শব্দটিরই বিশেষ ধ্বনি সম্পদে পরিণত হয়েছে। আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে সংশ্লিষ্ট শব্দ ও অক্ষর-গুলোর সামগ্রিক মূর্ধন্যীভূত বা প্রতিবেষ্টিত রূপ R prosodyর চিহ্ন দিয়ে এভাবে দেখানো যেতে পারে, যেমন:— $\overset{r}{\overline{\text{শ্রাবণ}}}$, $\overset{r}{\overline{\text{ব্রাহ্মণ}}}$, $\overset{r}{\overline{\text{নিষণ্ণ}}}$, $\overset{r}{\overline{\text{বিষ্ণু}}}$, $\overset{r}{\overline{\text{ঋণ}}}$, $\overset{r}{\overline{\text{তণ্ডিস্তান}}}$ ইত্যাদি।

* ণত্ব ও ষত্ব বিধানের সূত্র ও উদাহরণগুলো ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (২য় সং) পৃঃ ১১০-১১৪ থেকে সংগৃহীত।

** দ্রষ্টব্য :— W.S. Allen — Some Prosodic Aspect of Retroflexion and Aspiration In Sanskrit; BSOAS 1951 XIII/4.

সংস্কৃতে 'ন' ও 'ণ' এবং 'শ', 'ষ', ও 'স' ধ্বনিগুলো আভিধানিক পর্যায়ে শব্দ সৃষ্টি করে। বাংলায় ঋ, র, ষ, ণ জাতীয় কোন মূর্ধন্য ধ্বনি নেই। এখানে একটি 'শ' এবং একটি 'ন' ই আছে। সেজন্য এসব ধ্বনিসমন্বিত মূর্ধন্যীভূত সংস্কৃত অক্ষরের নিয়মগুলো বাংলায় চলেনা। কেবলমাত্র শব্দের দুই স্বরধ্বনির মধ্যে -cc- পর্যায়ের দ্বিতীয় ধ্বনিটি ট-বর্গীয় হ'লে কষ্ট, কাষ্ঠ, অষ্ট, মুণ্ডা, আণ্ডা, লুণ্ঠন, প্রভৃতি শব্দে Contact assimilation এর ফলে 'ষ' এবং 'ণ' এর উচ্চারণ দেখা যায়। এ পরিবেশের মূর্ধন্যীভূত 'ষ' এবং 'ণ' এর উচ্চারণও সেজন্য আমাদের মতে prosodic এবং সংশ্লিষ্ট ধ্বনির পূর্ব ও পরের অক্ষরে প্রসৃত।

বাংলায় এ ধরনের সামগ্রিক মূর্ধন্যীভবন এক বাক্যে পাশাপাশি বহু শব্দেই ব্যবহৃত হ'তে পারে। যেমন— /বড়ো হাড়টা ঠিক ঠিক বসেছে/, /ওর বড়ো বাড় বেড়েছে/, /কাল ওই ওড়ে বড়ো ঝড় হয়েছে/ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে সমগ্র বাক্য ঘিরে প্রতিবেষ্টিভূত ব্যঞ্জনাই বহুল পরিমাণে ধ্বনিগুণ বা ধ্বনিসম্পদের সৃষ্টি করে।

নিছক একটি উপাদানে তৈরী একটি ব্যঞ্জনের যে স্বাদ বহু উপাদানে তৈরী সে ব্যঞ্জনের স্বাদ তার তুলনায় বহুগুণে মিষ্টতর। তা যেমন রসনাকে তৃপ্তি দেয় তেমনি আত্মার আনন্দেরও কারণ ঘটায়। ধ্বনি মানুষের ক্ষুধা বৃদ্ধি করে না, জিহ্বার লালাও ক্ষরণ করে না, কিন্তু যা করে তাতে মানুষের আত্মা উল্লসিত হয়, পূর্ণ পরিতৃপ্তির আস্বাদে তার মনপ্রাণ প্রসন্ন হয়ে ওঠে। মানুষের বাক্‌ধ্বনির অবিরল ধারাস্রোতে এক একটি অক্ষর ও শব্দে একাধিক গুণ সমন্বয়ে বহু উপাদান সমন্বিত ব্যঞ্জনের মতো অপরূপ স্বাদের সৃষ্টি হলে তার আত্মা আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়। বাংলা শব্দাক্ষর এবং শব্দে নিম্নলিখিত এ ধরনের একাধিক সামগ্রিকতা বা Prosody র সমন্বয়ই আমাদের এ কথার যাথার্থ্য বিচারের জন্যে যথেষ্ট ঃ—

আন্তর Prosodic সমন্বয়

১। V+H Prosody ঃ— ঘর, রঘু, বাঘা, গাধা ইত্যাদি।

২। H+N Prosody ঃ— খাঁটি, হাঁড়ি, ঝাঁটা, ছিঁট ইত্যাদি।

৩। R+H Prosody ঃ— ঠাকুর, ঠোকর, কাঠা, মেঠো ইত্যাদি।

৪। R+V Prosody ঃ— ঢাকা, ঢেকুর, গাঢ়ো ইত্যাদি।

৫। V+H+N+R Prosody ঃ— ভাঁড়, হাঁড়ি, ঘণ্টা, ঢেঁটরা ইত্যাদি।